[২০২০] ১৪ এস. সি. আর. ২৯৪

ডঃ নরেশ কুমার মঙ্গলা

বনাম

শ্রীমতী অনিতা আগরওয়াল ও অন্যান্যরা ইত্যাদি

(২০২০ সালের ফৌজদারি আপিল নম্বর ৮৭২-৮৭৩)

১৭ই ডিসেম্বর, ২০২০

[ডঃ ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড়, ইন্দু মালহোত্র এবং ইন্দিরা ব্যানার্জি, বিচারপতিগণ]

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ – ধারা ৪৩৮ – আগাম জামিন – আগাম জামিন বাতিল – ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ – ধারা ৪৯৮-ক, ৩০৪-খ, ৩২৩, ৫০৬ এবং ৩১৩ – যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৬১ – ধারা ৩ এবং ৪ – আপিলকারীর মেয়ের অস্বাভাবিক মৃত্যু – বিবাদী-আসামী পক্ষের মতে সে আত্মহত্যা করেছে – তবে, আপিলকারী কর্তৃক দায়ের করা এফআইআর-এ অভিযোগ করা হয়েছে যে তার মৃত মেয়েকে টাকা আনার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল এবং আপিলকারী মৃতার শ্বশুরবাড়ির (বিবাদী-আসামী) কাছে বেশ কয়েকবার চেকে টাকা পাঠিয়েছিলেন – দায়রা বিচারক পর্যবেক্ষণ করেছেন যে ০১.১০.২০১৭ তারিখে একটি ঘটনা ঘটেছিল যখন মৃতাকে তার শাশুড়ি, দেবর এবং ননদ মারধর করেছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছিল, যার ফলে থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয় – এফআইআর-এ আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে মৃতার শ্বশুর ০৩.০৮.২০২০ তারিখে টেলিফোনে আপিলকারীকে হুমকি দিয়েছিলেন এবং টাকা দাবি করেছিলেন – সেদিনই আপিলকারীর মেয়ে আপিলকারীকে জানিয়েছিল যে তার জীবনের হুমকি আছে – তবে, আপিলকারী তার মেয়েকে দেখতে তার শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছানোর আগেই তাকে জানানো হয় যে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে – হাসপাতালে কয়েকদিন থাকার পর সে মারা যায় – মৃতার শ্বশুর-শাশুড়ি, দেবর এবং ননদ কর্তৃক ধারা ৪৩৮ সিআর.পি.সি. এর অধীনে আগাম জামিনের আবেদন দায়ের করা হয়েছিল – মৃতার স্বামী হেফাজতে ছিল – অর্থ লেনদেনের উল্লেখ করে দায়রা বিচারক উক্ত আবেদনগুলি খারিজ করে দেন – হাইকোর্টের একক বেঞ্চ আবেদনকারীদের আগাম জামিন মঞ্জুর করেন এবং রায় দেন যে (ক) এফআইআর প্রাথমিকভাবে আবেদনকারীদের ফাঁসানোর জন্য সাজানো বলে মনে হচ্ছে; (খ) এফআইআর-এ উত্থাপিত বিভিন্ন অভিযোগের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই; (গ) অভিযোগগুলি 'সাধারণ প্রকৃতির' এবং আসামীদের জন্য কোনো নির্দিষ্ট ভূমিকা নির্ধারিত নেই – আপিলে, আদেশ করে: এফআইআর-এ

যৌতুক দাবি করা, পূর্ববর্তী আক্রমণের ঘটনা এবং মৃতার শ্বশুরবাড়ির কাছে চেকে টাকা পরিশোধ করার বিষয়ে আসামীদের ভূমিকার অভিযোগের উল্লেখ রয়েছে – এফআইআর-এ এমনকি মৃতার শ্বশুর কাছ থেকে প্রাপ্ত টেলিফোন কলের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে – এফআইআর-এ এমন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এবং দায়রা বিচারক কর্তৃক অর্থ লেনদেনের উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও, হাইকোর্টের একক বেঞ্চের এই সিদ্ধান্ত যে এফআইআর প্রাথমিকভাবে 'আসামীদের ফাঁসানোর জন্য সাজানো হয়েছে' তা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করে – 'এফআইআর-এ উত্থাপিত অভিযোগগুলির মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই' এই সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য – এফআইআর পড়লে দেখা যাবে যে, একক বেঞ্চের এই সিদ্ধান্ত যে অভিযোগগুলি 'সাধারণ প্রকৃতির এবং আসামীদের জন্য কোনো নির্দিষ্ট ভূমিকা নির্ধারিত নেই' তা নথির পরিপন্থী – হাইকোর্টের পুরো দৃষ্টিভঙ্গি ত্রুটিপূর্ণ – এমন গুরুতর অপরাধে আগাম জামিন মঞ্জুর করা তদন্তে বাধা সৃষ্টি করবে – অতএব, হাইকোর্টের একক বেঞ্চ কর্তৃক আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করার আদেশগুলি বাতিল করা হলো এবং আসামীদের মঞ্জুর জামিন বাতিল করা হলো।

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ – আরও তদন্ত সিবিআই-এর কাছে হস্তান্তর – ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ – ধারা ৩৬৪-খ – যৌতুক মৃত্যু - আপিলকারীর মেয়ের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে– বিবাদী-আসামী পক্ষের মতে, সে আত্মহত্যা করেছে– এফআইআর-এ অভিযোগ করা হয়েছিল যে আপিলকারীর মেয়ে-মৃতকে টাকা আনার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল– আসামী পক্ষ/আপিলকারীর মেয়ের শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে পূর্বে আক্রমণের অভিযোগ ছিল– আপিলকারীর মেয়ের শ্বশুরবাড়ির দায়ের করা আগাম জামিনের আবেদন দায়রা বিচারক কর্তৃক খারিজ করা হয়েছিল– তবে, হাইকোর্ট কর্তৃক আবেদনগুলি মঞ্জুর করা হয়েছিল– পরবর্তীতে, অভিযোগ পত্র দাখিল করা হয়– সুপ্রিম কোর্টের সামনে, রাজ্য ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ-এর মাধ্যমে একটি পাল্টা হলফনামা দাখিল করে এবং জানায় যে হাইকোর্ট ২০১৭ সালে মৃতার উপর পূর্ববর্তী আক্রমণ/আঘাতের অভিযোগগুলি বিবেচনা করেনি– এতে আরও বলা হয়েছিল যে মেডিকেল রিপোর্ট এবং তথ্য প্রকাশ করেছে যে মৃতাকে হত্যা করা হয়েছে– রাজ্য আগাম জামিন মঞ্জুর করার আদেশের সঠিকতাকে আক্রমণ করার ক্ষেত্রে আপিলকারীকে সমর্থন করেছে– রাজ্যের মতে, হত্যার অভিযোগের উপর কোনো তদন্ত পরিচালিত হয়নি– স্থির করে: ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পর থেকে অভিযোগ পত্র দাখিল করা পর্যন্ত তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের আচরণ আস্থা জাগায় না– ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ কর্তৃক

অভিযোগ পত্র পাঠানোর কয়েকদিন পর দাখিল করা পাল্টা হলফনামায় নেওয়া অবস্থান, অভিযোগ পত্র-এ নথিভুক্ত করা তদন্তের আওতার বাইরে চলে যায়– মৃতার, তার বাবা এবং আসামীর মধ্যে অর্থের গতিপথ; এবং মৃতার শ্বশুর, মৃতার বাবা এবং মৃতার কল হিস্টরির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অনুসন্ধান করা হয়নি– হত্যার অভিযোগের উপর কোনো তদন্ত পরিচালিত হয়নি– পরিচালিত তদন্তে সুস্পষ্ট ঘাটতি ছিল– আসামীদের প্রভাবশালী এবং ধনী ব্যক্তি হিসাবে মর্যাদা এবং এখন পর্যন্ত তদন্তের আচরণ একই কর্তৃপক্ষের দ্বারা আরও তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে আদালতের বিশ্বাসকে হ্রাস করে– অতএব, সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে মামলাটির আরও তদন্ত সিবিআই-এর কাছে অর্পণ করা প্রয়োজন।

আপিল খারিজ করে, আদালত

আদেশ: ১. হাইকোর্টের একক বিচারকের এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর কোনো জোরালো ভিত্তি নেই যে– (ক) "এফআইআর প্রাথমিকভাবে আবেদনকারীদের ফাঁসানোর জন্য তৈরি করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে"; (খ) "এফআইআর-এ উত্থাপিত বিভিন্ন অভিযোগের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই"; এবং (গ) অভিযোগগুলি "সাধারণ প্রকৃতির" এবং আসামীদের জন্য কোনো নির্দিষ্ট ভূমিকা নির্ধারিত নেই। অভিযোগকারী তার নিজের মেয়েকে অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণে হারিয়েছেন, যা তার অভিযোগ দায়েরের খুব কাছাকাছি সময়ে ঘটেছে। এফআইআর-এ ২০১৭ সালের অক্টোবরের পূর্ববর্তী ঘটনার উল্লেখ রয়েছে, যৌতুকের দাবির কথা, অভিযোগকারী কর্তৃক বরের পরিবারকে চেকের মাধ্যমে টাকা প্রদানের কথা এবং ঘটনার খুব কাছাকাছি সময়ে মৃতার শ্বশুর এবং পরে মৃতার কাছ থেকে অভিযোগকারীর প্রাপ্ত টেলিফোন কলের কথা উল্লেখ রয়েছে, যেদিন সে মারা যায়। এফআইআর-এ আসামীদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে, যা ২০১৭ সালের অক্টোবরের ঘটনা থেকে শুরু হয়েছে। ২০১৭ সালের ০১.১০ তারিখে মৃতার দ্বারা পুলিশকে রিপোর্ট করা এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেছিল কিনা, যা তার আঘাত পাওয়ার কারণ হয়েছিল এবং যা সরকারি হাসপাতালে পরীক্ষা করা হয়েছিল, তা তদন্তের বিষয়। এফআইআর-এ সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও এবং দায়রা বিচারক কর্তৃক অর্থ লেনদেনের উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও একক বিচারক কীভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলেন যে এফআইআর প্রাথমিকভাবে "আসামীদের ফাঁসানোর জন্য তৈরি করা হয়েছে" তা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যার বাইরে।

"এফআইআর-এ উত্থাপিত অভিযোগগুলির মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই" - এই সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এফআইআর পড়লে দেখা যাবে যে, একক বিচারকের এই সিদ্ধান্ত যে অভিযোগগুলি "সাধারণ প্রকৃতির এবং আসামীদের জন্য কোনো নির্দিষ্ট ভূমিকা নির্ধারিত নেই" তা নথির পরিপন্থী। একক বিচারক, আসামীর আয়কর রিটার্ন থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, "তাদের আর্থিক সঙ্গতি যথেষ্ট নয় এমনটা বলা যায় না"। রাজ্যের তদন্তকারী সংস্থা কর্তৃক পূর্ণাঙ্গ তদন্ত ছাড়া এই ধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছানোয় একক বিচারক ভুল করেছেন। বিবাদী-আসামী পক্ষ দুটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মৃতকে অর্থ প্রদান, সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য তহবিল স্থানান্তর এবং সম্পত্তির যৌথ মালিকানার উপর নির্ভর করার চেষ্টা করেছে। মৃতার পেশাগত কাজের জন্য প্রাপ্ত অর্থের গতিপথ তদন্তের বিষয়। একইভাবে, মৃতার শ্বশুরকে অর্থ স্থানান্তর এবং তার পিতামাতার কাছ থেকে প্রাপ্ত তহবিলের সাথে কোনো সম্পর্ক থাকলে, তা গুরুতর তদন্তের বিষয়। বিবাহেরে সাত বছরের মধ্যে অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। অভিযোগকারী কর্তৃক কিছু আসামীর কাছ থেকে প্রাপ্ত এবং যেদিন মৃতাকে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায় সেদিন মৃতার প্রাপ্ত কথিত ফোন কলগুলি তদন্তের প্রয়োজন। মৃতার শরীরে বাহ্যিক আঘাতের কথিত অনুপস্থিতি তদন্তের বিষয়। হাইকোর্টের দৃষ্টিভঙ্গি স্বাভাবিক। হাইকোর্ট কর্তৃক লিপিবদ্ধ কারণগুলির মধ্যে থাকা অনুমানগুলির কোনো ভিত্তি নেই, যা দ্বারা এটি মোকাবিলা করা হয়েছিল। হাইকোর্টের এই পর্যবেক্ষণ যে এফআইআর-এ আসামীর জন্য কোনো নির্দিষ্ট ভূমিকা নির্ধারিত নেই, তা এফআইআর-এর ভুল পাঠের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। হাইকোর্টের পুরো দৃষ্টিভঙ্গি ত্রুটিপূর্ণ।

২. প্রতিষ্ঠিত আইনি নীতির আলোকে বিচার করলে, এলাহাবাদ হাইকোর্টের একক বিচারকের রায় অগ্রহণযোগ্য। এফআইআর-এ যৌতুক দাবি করা, পূর্ববর্তী আক্রমণের ঘটনা এবং মৃতার শ্বশুরবাড়ির কাছে চেকের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ করার বিষয়ে আসামীর ভূমিকার অভিযোগগুলির উল্লেখ রয়েছে। এফআইআর-এ টেলিফোন কলের উল্লেখ রয়েছে যা ০৩.০৮.২০২০ তারিখে সকালে মৃতার শ্বশুর এবং একই দিনে মৃতার দেহ পাওয়ার কয়েক ঘন্টা আগে মৃতার কাছ থেকে দুবার এসেছিল।

এমন গুরুতর অপরাধে আগাম জামিন মঞ্জুর করা তদন্তে বাধা সৃষ্টি করবে। যে বাবা তার মেয়ের মৃত্যুতে এমন পরিস্থিতিতে কষ্ট পেয়েছেন, তার এফআইআরকে মৃতার স্বামী ও তার পরিবারকে মিথ্যাভাবে ফাঁসানোর জন্য "সাজানো" বলে গণ্য করা যায় না।

৩. নথিতে যে পরিস্থিতিগুলি উঠে এসেছে, যা রায়ের পূর্ববর্তী অংশে উল্লেখ করা হয়েছে, তা বিবেচনা করে এই আদালত মনে করে যে সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে এই আদালতের ক্ষমতা প্রয়োগ করে মামলার আরও তদন্ত সিবিআই-এর কাছে অর্পণ করা প্রয়োজন। তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পর থেকে অভিযোগ পত্র দাখিল করা পর্যন্ত তাদের আচরণ প্রক্রিয়ার দৃঢ়তা সম্পর্কে আস্থা জাগায় না। অভিযোগ পত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য কেবলমাত্র তথ্য উল্লেখ করে এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪-খ ধারার অধীনে বিবাহের সাত বছরের মধ্যে মৃত্যু হলে যে অনুমান প্রযোজ্য হয়, তার উপর ভিত্তি করে দায়সারাভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ কর্তৃক অভিযোগ পত্র পাঠানোর কয়েকদিন পর দাখিল করা পাল্টা হলফনামায় নেওয়া অবস্থান, আত্মহত্যা নোটের সত্যতা, আঘাতের মেডিকেল পরীক্ষা এবং মৃতার পূর্ববর্তী গর্ভপাতের বিষয়ে অভিযোগ পত্র-এ রেকর্ড করা তদন্তের আওতার বাইরে চলে যায়। মৃতার, তার বাবা (অভিযোগকারী) এবং আসামীর মধ্যে অর্থের গতিপথ; এবং এ২, অভিযোগকারী এবং মৃতার কল হিস্টরির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অনুসন্ধান করা হয়নি। ০৯.০৯.২০২০ তারিখে জামিন অযোগ্য পরোয়ানা জারি হওয়ার এবং ২২.০৯.২০২০ তারিখে হাইকোর্ট কর্তৃক গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে অন্তর্বর্তী সুরক্ষা মঞ্জুর করার মধ্যবর্তী সময়ে আবেদনকারীদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের কোনো চেষ্টা করা হয়নি। উপরে উল্লিখিত হিসাবে, শুনানির সময় প্রশ্ন করায়, রাজ্যের আইনজীবী উত্তর দিয়েছিলেন যে হত্যার অভিযোগের উপর কোনো তদন্ত পরিচালিত হয়নি। যদি এই আদালত এ পর্যন্ত পরিচালিত তদন্তের সুস্পষ্ট ঘাটতিগুলি উপেক্ষা করে, তবে তা সত্যিই হাস্যকর হবে, তা কার্যধারার পর্যায় বা এই আদালতের সামনে প্রশ্নের প্রকৃতি নির্বিশেষে। আগ্রার প্রভাবশালী ও ধনী ব্যক্তি হিসাবে আসামীদের অবস্থা এবং এখন পর্যন্ত তদন্তের আচরণ একই কর্তৃপক্ষের দ্বারা আরও তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে এই আদালতের বিশ্বাসকে হ্রাস করে।

আদালত যদি তার পরীক্ষার পরিধিকে আগাম জামিন মঞ্জুর করার বিচক্ষণতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে এবং সর্বোত্তমভাবে একটি ত্রুটিপূর্ণ বা নিকৃষ্টতমভাবে একটি পক্ষপাতদুষ্ট তদন্তের ভিত্তিতে বিচার শেষ হওয়ার সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করে, তবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হবে না।

সিদ্ধরাম সাতলিংগাপ্পা মেহেত্রে বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (২০১১) ১ এসিসি ৬৯৪ : [২০১০] ১৫ এসসিআর ২০১;জয় প্রকাশ সিং বনাম বিহার রাজ্য (২০১২) ৪ এসিসি ৩৭৯ : [২০১২] ৫ এসসিআর ১;সুশীলা আগরওয়াল বনাম এনসিটি দিল্লির রাজ্য (২০২০) ৫ এসিসি ১: [২০২০] ২ এসসিআর ১;কানওয়ার সিং মীনা বনাম রাজস্থান রাজ্য (২০১২) ১২ এসিসি ১৮০ : [২০১২] ১০ এসসিআর ৮৪৭;মায়াকালা ধর্মরাজম বনাম তেলেঙ্গানা রাজ্য (২০২০) ২ এসিসি ৭৪৩;পোকার রাম বনাম রাজস্থান রাজ্য, (১৯৮৫) ২ এসিসি ৫৯৭: [১৯৮৫] ৩ এসসিআর ৭৮০; আরনব গোস্বামী বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন ২০২০ সালের ডাব্লিউপি (সিআরএল) ১৩০, ১৯.০৫.২০২০ তারিখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে;বিনয় ত্যাগী বনাম ইরশাদ (২০১৩) ৫ এসিসি ৭৬২: [২০১২] ১৩ এসসিআর ১০০৫;পূজা পাল বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন (২০১৬) ৩ এসিসি ১৩৫: [২০১৬] ১১ এসসিআর ৫৬০;ধর্ম পাল বনাম হরিয়ানা রাজ্য (২০১৬) ৪ এসিসি ১৬০: [২০১৬] ১ এসসিআর ১৯৪ – নির্ভর করা হয়েছে।

পুরান বনাম রামবিলাস (২০০১) ৬ এসিসি ৩৩৮; [২০০১] ৩ এসসিআর ৪৩২;ইউ.পি. রাজ্য বনাম অমরমানি ত্রিপাঠী (২০০৫) ৮ এসিসি ২১: [২০০৫] ৩ সম্পূরক। এসসিআর ৪৫৪;জয়প্রকাশ সিং বনাম বিহার রাজ্য (২০১২) ৪ এসিসি ৩৭৯: [২০১২] ৫ এসসিআর ১;নীরু যাদব বনাম ইউ.পি. রাজ্য (২০১৬) ১৫ এসিসি ৪২২ : [২০১৫] ১০ এসসিআর ৮০২;রাজ্য বনাম অনিল শর্মা (১৯৯৭) ৭ এসিসি ১৮৭: [১৯৯৭] ৩ সম্পূরক। এসসিআর ৭৩৭;আদ্রি নারায়ণ দাস বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য (২০০৫) ৪ এসিসি ৩০৩: [২০০৫] ২ এসসিআর ১৮৮ – উল্লেখ করা হয়েছে।

<u>মামলা প্রসঙ্গ</u>

[২০০১] ৩ এসসিআর ৪৩২	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ৭
[২০০৫] ৩ সম্পূরক এসসিআর ৪৫৪	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ৭
[২০১২] ৫ এসসিআর ১	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ৭
[২০১৫] ১০ এসসিআর ৮০২	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ৭
[২০২০] ২ এসসিআর ১	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৭

[১৯৯৭] ৩ সম্পূরক এসসিআর ৭৩৭	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ৭
[২০০৫] ২ এসসিআর ১৮৮	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ৭
[২০১০] ১৫ এসসিআর ২০১	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৬
[২০১২] ৫ এসসিআর ১	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৬
[২০১২] ১০ এসসিআর ৮৪৭	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৮
২০২০ (২) এসসিসি ৭৪৩	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৮
[১৯৮৫] ৩ এসসিআর ৭৮০	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৯
[২০১২] ১৩ এসসিআর ১০০৫	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২২
[২০১৬] ১১ এসসিআর ৫৬০	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২২
[২০১৬] ১ এসসিআর ১৯৪	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২২

ফৌজদারি আপিল এখতিয়ারঃ ২০২০ সালের ফৌজদারি আপিল নম্বর ৮৭২-৭৩।

২০২০ সালের ফৌজদারি বিবিধ আগাম জামিন আবেদন নং ৫৪৫৭ এবং ২০২০ সালের ফৌজদারি বিবিধ আগাম জামিন আবেদন নং ৫৪৬০-এ এলাহাবাদ হাইকোর্টের ২৯.০৯.২০২০ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত।

উপস্থিত পক্ষগুলির পক্ষে আইনজীবীরা কে. এম. নটরাজ অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল, শেখর নাফাদে, সিদ্ধার্থ লুথরা, আর. বসন্ত, বিমলেশ কুমার শুক্লা প্রবীণ আইনজীবী, সঞ্জয় খারদে, এস. লক্ষ্মী আইয়ার, সত্যজিৎ খারদে, প্রাশী ত্যাগী, সুনীল কুমার বর্মা, অরবিন্দ কুমার শর্মা, অতুল শর্মা, নিতেশ জৈন, অভিষেক আগরওয়াল এবং বিষ্ণু শঙ্কর জৈন।

আদালতের রায়টি প্রদান করেন

ড. ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি

ক. পটভূমি

খ. আইনজীবীর দাখিল

গ. আগাম জামিন বাতিল

ঘ. আরও তদন্ত সিবিআই-এর কাছে হস্তান্তর

ঙ. সারসংক্ষেপ

১. অনুমতি মঞ্জুর করা হয়েছে

ক. পটভূমি

২.১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ("সিআরপিসি") ৪৩৮ ধারার অধীনে আগাম জামিনের আবেদন পাঁচটি অভিযুক্তের মধ্যে চারজনের দ্বারা দায়ের করা হয়েছিল, যাদের নাম তাজগঞ্জ থানা, আগ্রা জেলায় ২০২০ সালের মামলা নং ০৬২৩ এ ভারতীয় দণ্ডবিধির ("আইপিসি") ৪৯৮ক, ৩০৪-খ, ৩২৩, ৫০৬ এবং ৩১৩ ধারা এবং ১৯৬১ সালের যৌতুক বিরোধী আইনের ৩/৪ ধারার অধীনে নথিভুক্ত করা হয়েছে। মৃত[১] ব্যক্তির স্বামী হেফাজতে আছেন। আগাম জামিনের আবেদনকারীগণ হলেন মৃত ব্যক্তির শ্বশুর-শাশুড়ি[২], শ্যালক[৩] এবং ননদ[৪]। এলাহাবাদ হাইকোর্টের একজন একক বিচারক আবেদনগুলি মঞ্জুর করেন এবং তাদের আগাম জামিন দেন। মৃত ব্যক্তির পিতা আপিল করেছেন।

৩. মৃত ব্যক্তি (দীপ্তি) এবং সুমিত আগরওয়ালের বিবাহ ০৩.১১.২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ০৭.০৮.২০২০ তারিখে, আপিলকারী একটি অভিযোগ দায়ের করেন যা সিআরপিসির ১৫৪ ধারার অধীনে একটি প্রথম তথ্য প্রতিবেদন ("এফআইআর") হিসাবে নথিভুক্ত হয়েছিল। এফআইআর-এ, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নথিভুক্ত আছে যে দীপ্তি একজন ডাক্তার ছিলেন এবং আপিলকারী বিবাহ সম্পাদনের জন্য ১.৫০ কোটি টাকার বেশি অর্থ ব্যয় করেছিলেন। অভিযোগ করা হয়েছে যে এর পরেও, সুমিত, তার বাবা-মা, শ্যালক এবং ননদ যৌতুকের কারণে মৃত ব্যক্তির সাথে দুর্ব্যবহার করেছিল। অভিযোগ করা হয়েছে যে মৃত ব্যক্তিকে টাকা আনার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল। এফআইআর-এ অভিযোগ করা হয়েছে যে আপিলকারী বেশ কয়েকবার চেকের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির শ্বশুরবাড়িতে টাকা দিয়েছিলেন। যৌতুকের দাবির কারণে, অভিযোগ করা হয়েছিল যে ২০১৭ সালে তাকে গুরুতরভাবে আঘাত করা হয়েছিল এবং বৃন্দাবনের সরকারি হাসপাতালে আঘাতগুলি চিকিৎসাগতভাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে, দীপ্তি দুইবার গর্ভপাত ভোগেন এবং শেষ পর্যন্ত একটি কন্যা সন্তান দত্তক নেন। যে ঘটনাটি শেষ পর্যন্ত দীপ্তির কথিত আত্মহত্যায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর দিকে নিয়ে গিয়েছিল, সে সম্পর্কে এফআইআর-এ নথিভুক্ত আছে যে:

"প্রায় ১৮-১৯ দিন আগে, তার শ্বশুরবাড়ির উপরে উল্লিখিত পরিবারের সকল সদস্য যৌতুকের জন্য দীপ্তিকে মারধর করেছিল এবং তাকে হুমকি দিয়েছিল যে যদি সে তার বাবা-মায়ের পরিবারকে জানায়, তবে তাকে পরিণতি ভোগ করতে হবে। ০৩.০৮.২০২০ তারিখে সকালে, ডাঃ এস. সি. আগরওয়াল টেলিফোনে আবেদনকারীকে হুমকি দিয়েছিলেন এবং টাকা দাবি করেছিলেন, এবং আরও হুমকি দিয়েছিলেন যে হয় আমার দাবি পূরণ করা উচিত, অন্যথায়, ভবিষ্যতে যাই ঘটুক না কেন তার জন্য আমি দায়ী থাকব।

---

[১] এ-১

[২] এ-২ এবং এ-৩

[৩] এ-৪

[৪] এ-৫

একই দিন বিকেলে ৩:০৯ ঘটিকায় এবং তারপরে সন্ধ্যায় ৫:৩১ ঘটিকায় দীপ্তি আবেদনকারী এবং আবেদনকারীর স্ত্রীকে প্রায় ১৮-১৯ দিন আগে তাদের দ্বারা মারধরের ঘটনা এবং সকলের দ্বারা পরামর্শ গ্রহণ এবং তার জীবনের হুমকির বিষয়ে জানায়। সেই সময় আবেদনকারী ফরিদাবাদে ছিলেন এবং তিনি তাকে সেদিন রাতেই আগ্রায় আসার কথা বলেন। তবে, আবেদনকারী সেদিন সন্ধ্যায় পৌঁছানোর আগেই এই যৌতুকলোভী লোকেরা যৌতুক না পাওয়ায় এবং তাদের দাবি পূরণ না হওয়ায় দীপ্তিকে [xxx]-এ হত্যা করে এবং দীপ্তিকে প্রায় মৃত অবস্থায় তাদের হাসপাতালেই ভর্তি করে, নিজেদের বাঁচাতে, কিন্তু তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে কোনো চিকিৎসার অনুমতি দেওয়া হয়নি। দীপ্তির জীবন বাঁচাতে, আবেদনকারী তাকে দ্রুততম সময়ে, সকালেই সরোদয়া হাসপাতাল ফরিদাবাদে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান, যেখানে দীপ্তি গতকাল ০৬.০৮.২০২০ তারিখে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়। এই লোকেরা দীপ্তি কর্তৃক উপার্জিত সমস্ত অর্থও দখল করে নিয়েছে। দীপ্তিকে সুমিত, এস.সি. আগরওয়াল, শ্রীমতি অনিতা, অমিত এবং তুলিকা নিষ্ঠুর আচরণ করে যৌতুকের জন্য হত্যা করেছে। আমরা কোসিতে দীপ্তির শেষকৃত্য সম্পন্ন করেছি। যেহেতু আমরা দীপ্তির চিকিৎসা এবং শেষকৃত্য সম্পাদনে ব্যস্ত ছিলাম, তাই আবেদনকারী প্রতিবেদন দাখিল করতে এসেছেন।"

৪. মৃতার স্বামী – যিনি পেশায় একজন ডাক্তার – ০৭.০৮.২০২০ তারিখে হেফাজতে নেওয়া হন। ১০.০৮.২০২০ তারিখে, চার বিবাদী (এ-২ থেকে এ-৫) আগ্রার দায়রা আদালতে আগাম জামিন চেয়ে আবেদন করেন। ২১.০৮.২০২০ তারিখের আদেশ দ্বারা, আগ্রার দায়রা বিচারক আগাম জামিন প্রত্যাখ্যান করেন। আসামী পক্ষের এই যুক্তি বিবেচনার পর যে, মৃতার রেখে যাওয়া কথিত আত্মহত্যা নোটে যৌতুকের জন্য হয়রানির কোনো অভিযোগ ছিল না এবং মৃতার শ্বশুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আগ্রা মেডিকেল অ্যান্ড কার্ডিয়াক সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে দীপ্তি একজন অংশীদার ও বিনিয়োগকারী ছিল, দায়রা বিচারক পর্যবেক্ষণ করেন:

"অন্যদিকে, অভিযোগকারী পক্ষের তরফ থেকে নথি দাখিল করা হয়েছে, যেখানে দেখানো হয়েছে যে বিভিন্ন লেনদেনে অর্থ স্থানান্তরিত হয়েছে। মৃতার দ্বারা ০১.১০.২০১৭ তারিখে এসএইচও, কোসিকালান, জেলা মথুরার কাছে দাখিল করা আবেদনের ফটোকপিও দাখিল করা হয়েছে, যেখানে ডাক্তার অমিত আগরওয়াল,

---

[৫] ২০২০ সালের আগাম জামিনের আবেদন নম্বর, ২৪১/২৪২

তুলিকা আগরওয়াল এবং অনিতা আগরওয়াল কর্তৃক মৃতাকে মারধর এবং হত্যার উদ্দেশ্যে সিঁড়ি থেকে ধাক্কা দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এবং এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে সে এতে যথেষ্ট আঘাত পেয়েছিল। এতে আরও বলা হয়েছে যে এই সবকিছু তার শ্বশুর এস.সি. আগরওয়ালের নির্দেশে ঘটেছে, যিনি তাকে তার পিতামাতার পরিবার থেকে ২০ লক্ষ টাকা আনতে বলেছিলেন। উপরন্তু, ০২.১০.২০১৭ তারিখের অতিরিক্ত জেলা যুগ্ম হাসপাতাল, বৃন্দাবনের মৃতার আঘাতের প্রতিবেদনের ফটোকপিও দাখিল করা হয়েছে।"

৫. দায়রা বিচারক উল্লেখ করেছেন যে, আসামীদের সুনির্দিষ্টভাবে নাম উল্লেখ করা ছাড়াও, অভিযোগ পত্রে চার বিবাদী-এর বিরুদ্ধে মৃতাকে নির্যাতন এবং যৌতুক দাবির অভিযোগ ছিল। ০৯.০৯.২০২০ তারিখে, চার আসামীর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য পরোয়ানা জারি করা হয়। তাদের পক্ষে হাইকোর্টে[৬] আগাম জামিনের আবেদন দাখিল করা হয়। ২২.০৯.২০২০ তারিখে, একজন বিজ্ঞ একক বিচারক, আবেদনগুলি বিবেচনার পর, আগাম জামিনের আবেদনগুলি ২৮.০৯.২০২০ তারিখে "আরও শুনানির" জন্য তালিকাভুক্ত করেন এবং অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে আসামীদের গ্রেপ্তার থেকে সুরক্ষা প্রদান করেন। ২৮.০৯.২০২০ তারিখে, হাইকোর্টের অন্য একজন একক বিচারক যার সামনে আবেদনটি তালিকাভুক্ত ছিল, তিনি উল্লেখ করেন যে ২২.০৯.২০২০ তারিখের পূর্ববর্তী আদেশটি আবেদনটিকে "আরও শুনানির" জন্য তালিকাভুক্ত করেছিল এবং সেই অনুযায়ী কার্যধারার তালিকাভুক্তির প্রক্রিয়া করার জন্য রেজিস্ট্রিকে নির্দেশ দেন। অবশেষে, ২৯.০৯.২০২০ তারিখের হাইকোর্টের আদেশ দ্বারা আগাম জামিন মঞ্জুর করা হয়। যে কারণগুলির ভিত্তিতে হাইকোর্ট আগাম জামিন মঞ্জুর করতে অগ্রসর হয়েছিল, তা হাইকোর্টের রায়ের ২০ অনুচ্ছেদে রয়েছে, যা নিচে তুলে ধরা হলো:

"২০. আবেদনকারীদের বিজ্ঞ আইনজীবী, বিজ্ঞ এ.জি.এ. এবং অভিযোগকারীর বিজ্ঞ আইনজীবীর কথা শোনার পর এবং নথি থেকে উদ্ভূত অবিসংবাদিত অবস্থানগুলি উপরে উল্লিখিত হিসাবে, আসল বিষয়টি হলো আবেদনকারীরা মৃতার শ্বশুর, শাশুড়ি, জেঠ এবং জেঠানী। দ্বিতীয়ত, মৃতার স্বামী ইতিমধ্যেই জেলে আছে। তৃতীয়ত, অভিযোগ পত্রকে বিচার প্রক্রিয়ার বিশ্বকোষ হিসাবে গণ্য করা যাবে না, তবে এটি মৌলিক বিচার প্রক্রিয়াকে প্রতিফলিত করবে। উপরোক্তের আলোকে বিচার করলে, অভিযোগ পত্র প্রাথমিকভাবে আবেদনকারীদের ফাঁসানোর জন্য তৈরি করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। অভিযোগ পত্রে উত্থাপিত বিভিন্ন অভিযোগের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই।

---

[৬] ২০২০ সালের ফৌজদারি বিবিধ আগাম জামিনের আবেদন নং ৫৪৫৭/৫৪৬০

অভিযোগগুলি সাধারণ প্রকৃতির এবং উপরোক্ত কোনো আবেদনকারীকে কথিত যৌতুকের দাবির বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট ভূমিকা দেওয়া হয়নি।নথিতে থাকা তথ্য, বিশেষ করে আয়কর রিটার্ন থেকে এটা বলা যায় না যে আবেদনকারীদের পর্যাপ্ত সংগতি নেই। মৃত ব্যক্তির শরীরে কোনো বাহ্যিক আঘাতের অনুপস্থিতি আবেদনকারীদের সদিচ্ছা স্পষ্ট করে।

৬. ২৭.১০.২০২০ তারিখে বিশেষ অনুমতির আবেদনগুলির উপর বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে, উত্তর প্রদেশ রাজ্য উপস্থিত হয়েছে এবং শ্রী বিমলেশ কুমার শুক্লা, প্রবীণ আইনজীবী এবং শ্রী বিষ্ণু শঙ্কর জৈন আইনজীবী হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করছেন। বিবাদী অভিযুক্তদের পক্ষে শ্রী সিদ্ধার্থ লুথরা এবং শ্রী আর বসন্ত, প্রবীণ আইনজীবী প্রতিনিধিত্ব করছেন। পালটা হলফনামা এবং লিখিত আবেদন দাখিল করা হয়েছে।

খ. আইনজীবীর আবেদন

৭. আগাম জামিন মঞ্জুর করার বিরোধিতা করে, আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী শেখর নাফাদে আবেদন করেছেন যে:

(i) এফআইআর-এ সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনা হয়েছে যে মৃত ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে, যা একটি আমলযোগ্য অপরাধের সংঘটন নির্দেশ করে। তবে, পুলিশ এই বিষয়ে কোনো তদন্ত করেনি যে মৃত্যুটি হত্যাকাণ্ডজনিত ছিল কিনা এবং তাকে হত্যা করা হয়েছিল কিনা।

(ii) দায়রা বিচারক, আগাম জামিন অস্বীকার করার সময়, মৃত ব্যক্তি কর্তৃক তার শ্বশুর মশাইয়ের অ্যাকাউন্টে অর্থ স্থানান্তরের একটি সুনির্দিষ্ট উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, ১৯.১১.২০১৫ থেকে ১৫.১২.২০১৮ এর মধ্যে, মৃত ব্যক্তির বাবা-মা কর্তৃক ৫০.৫৩ লক্ষ টাকা স্থানান্তরিত হয়েছিল (যার মধ্যে ১৫ লক্ষ টাকা সরাসরি একটি পারিবারিক বন্ধু কর্তৃক মৃত ব্যক্তির শ্বশুর মশাইকে দেওয়া হয়েছিল), বাকিটা তার অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়েছিল। ১৫ লক্ষ টাকা ১৭.১২.২০১৯ তারিখে তথ্যদাতা কর্তৃক যিনি টাকা ধার দিয়েছিলেন তাকে ফেরত দেওয়া হয়েছিল। ০৪.১২.২০১৫ থেকে ০১.০৩.২০১৭ এর মধ্যে, মৃত ব্যক্তি তার অ্যাকাউন্ট থেকে তার শ্বশুর মশাইয়ের অ্যাকাউন্টে ব্যাংক স্থানান্তরের মাধ্যমে ২৪ লক্ষ টাকা স্থানান্তর করেছিলেন। এই পেমেন্টগুলির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

গ. মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে আর-৫ কে বিনিয়োগের জন্য স্থানান্তরিত অর্থ [পি.জি. কে, এসএলপি]					
ক্রমিক নং	তারিখ	পরিমাণ	উদ্দেশ্য	পৃষ্ঠা (কাউন্টার)	এ২-এর ব্যালেন্স শীটে সংশ্লিষ্ট একই এন্ট্রি @ পৃষ্ঠা (কাউন্টার)
১	০৪.১২.২০১৫	২,০০,০০০	ভবন নির্মাণ বিনিয়োগ	২৭৪	১৮০
২	০২.০৬.২০১৬	২,০০,০০০	ভবন নির্মাণ বিনিয়োগ	২৭৫	১৮৩ (পরের দিন অর্থাৎ ০৩.০৬.২০১৬ তারিখে প্রাপ্ত)
৩	৩০.০৬.২০১৬	৫,০০,০০০	ভবন নির্মাণ বিনিয়োগ	২৭৫	১৮৪
৪	০১.০৩.২০১৭	১৫,০০,০০০	ভবন নির্মাণ বিনিয়োগ	২৭৭	১৮৭
মোট		২৪,০০,০০০			

(iii) মৃত ব্যক্তি একজন অ্যানেস্থেটিস্ট ছিলেন এবং উত্তরদাতা-অভিযুক্তদের পরিবার পরিচালিত নার্সিং হোমে কাজ করতেন। বিবাহের ৫ বছর ৮ মাস এর মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। এফআইআর-এ ০১.১০.২০১৭ তারিখে সংঘটিত একটি ঘটনার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে, যখন মৃত ব্যক্তিকে তার শাশুড়ি এবং তার স্বামীর বড় ভাই (মৃত ব্যক্তির শ্যালক) এবং তার স্ত্রী (মৃত ব্যক্তির ননদ) দ্বারা, তার শ্বশুর মশাইয়ের প্ররোচনায়, মারধর করা হয়েছিল, যা ০১.১০.২০১৭ তারিখে থানা কোসি কালান, মথুরা জেলার এসএইচও-এর কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করতে পরিচালিত করেছিল। মৃত ব্যক্তির পরীক্ষার মেডিকেল রিপোর্টে পাঁচটি আঘাতের উপস্থিতি দেখা যায় যা একটি শক্ত এবং ভোঁতা বস্তু দ্বারা সৃষ্ট বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

(iv) পুলিশকে ০৩.০৮.২০২০ তারিখে ১৯:৩০ ঘটিকায় ভুক্তভোগীর ঝুলন্ত অবস্থার ঘটনা জানানো হয়েছিল। তবে তদন্তকারী দল ঘটনাস্থলে ০৪.০৮.২০২০ তারিখে ১১:৩০ ঘটিকায় পৌঁছেছিল এবং ১৩:৩০ ঘটিকায় ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধারকৃত জিনিসপত্রের একটি তালিকা প্রস্তুত করেছিল। অভিযোগ করা হয়েছে যে আত্মহত্যার চিঠিটি তালিকা থেকে বাদ পড়েছে এবং এটি কেবল ২৩:৫৬ ঘটিকায় একটি সাধারণ ডায়েরি এন্ট্রিতে উল্লেখ করা হয়েছে। ০৫.১১.২০২০ তারিখে যে অভিযোগপত্র শেষ পর্যন্ত দাখিল করা হয়েছে, তাতে আত্মহত্যার চিঠির উদ্ধার পঞ্চনামার কোনো উল্লেখ নেই। আত্মহত্যার চিঠিটি মৃত ব্যক্তির হাতের লেখা নয়।

(v) এফআইআর-এ একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে যে ০৩.০৮.২০২০ তারিখে তথ্যদাতা মৃত ব্যক্তির শ্বশুর মশাইয়ের কাছ থেকে টাকা চেয়ে একটি টেলিফোন কল পেয়েছিলেন এবং একই দিনে বিকেলে ১৫:০৯ এবং ১৭:৩১ ঘটিকায় মৃত ব্যক্তি তথ্যদাতা এবং তার স্ত্রীর সাথে কথা বলেছিলেন এবং তাদের জানিয়েছিলেন যে ১৮ বা ১৯ দিন আগে তাকে মারধর করা হয়েছিল এবং তার জীবন হুমকির মুখে ছিল। আপিলকারী তার মেয়েকে বলেছিলেন যে তিনি ফরিদাবাদে আছেন এবং একই রাতে আগ্রা পৌঁছাবেন কিন্তু তার পৌঁছানোর আগেই মৃত ব্যক্তিকে কথিত হত্যা করা হয়েছিল। এফআইআর-এ অভিযোগ করা হয়েছে যে মৃত ব্যক্তি একজন ডাক্তার হিসাবে যে সমস্ত টাকা উপার্জন করেছিলেন, তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন তা নিয়ে গেছে।

(vi) উত্তরদাতা অভিযুক্তদের দ্বারা দায়ের করা আগাম জামিনের আবেদনগুলি ২১.০৮.২০২০ তারিখে দায়রা বিচারক কর্তৃক খারিজ করা হয়েছিল। ০৯.০৯.২০২০ তারিখে একটি অজামিনযোগ্য পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল। আগাম জামিনের আবেদন খারিজ হওয়া এবং দীপ্তিকে হত্যা করার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও, কেবল তার স্বামীকেই হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল এবং কথিত হত্যার তদন্ত করা হয়নি। ২২.০৯.২০২০ তারিখ পর্যন্ত অন্যান্য অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার থেকে কোনো সুরক্ষা না থাকলেও, অন্তর্বর্তী সময়ে পুলিশ তাদের খুঁজে বের করার কোনো চেষ্টা করেনি।

(vii) ২৪.১০.২০২০ তারিখের একটি অভিযোগপত্র ০৫.১১.২০২০ তারিখে দ্রুততার সাথে উপযুক্ত আদালতে জমা দেওয়া হয়েছিল, অপরাধের যথাযথ তদন্ত ছাড়াই।

(viii) হাইকোর্টের আদেশ এই আদালত কর্তৃক নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলিতে প্রতিষ্ঠিত আইনের ভিত্তিতে টিকে থাকতে পারে না:

(i) (২০০১) ৬ এসিসি ৩৩৮; পুরান বনাম রামবিলাস

(ii) (২০০৫) ৮ এসিসি ২১; ইউ.পি. রাজ্য বনাম অমরমানি ত্রিপাঠী

(iii) (২০১২) ৪ এসিসি ৩৭৯; জয়প্রকাশ সিং বনাম বিহার রাজ্য

(iv) (২০১৬) ১৫ এসিসি ৪২২; নীরু যাদব বনাম ইউ.পি. রাজ্য

(v) (২০২০) ৫ এসিসি ১; সুশীলা আগরওয়াল বনাম দিল্লির এনসিটি

(vi) (১৯৯৭) ৭ এসিসি ১৮৭; রাষ্ট্র বনাম অনিল শর্মা এবং

(vii) (২০০৫) ৪ এসিসি ৩০৩; আদ্রি নারায়ণ দাস বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

৮. উপরের আবেদনগুলির বিরোধিতা করে প্রবীণ আইনজীবী শ্রী সিদ্ধার্থ লুথরা আবেদন করেছেন যে:

(i) মৃত ব্যক্তি এবং তার স্বামী ১২.১০.২০১৮ তারিখ থেকে আলাদাভাবে বসবাস শুরু করেছিলেন।

(ii) ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন নির্দেশ করে যে ঝুলন্ত অবস্থায় আত্মহত্যার ফলে মৃত্যু হয়েছে। শরীরে কোনো আঘাত না থাকায়, মৃত ব্যক্তির শ্বশুরবাড়ির লোকজন হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ বাতিল করে দেয়।

(iii) ০৪.১২.২০১৫ থেকে ২৫.০৩.২০১৭ এর মধ্যে তথ্যদাতার পরিবার থেকে মৃত ব্যক্তির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রাপ্ত ১৬.০১ লক্ষ টাকা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াতে ফিক্সড ডিপোজিট রসিদে রূপান্তরিত করা হয়েছে। যদিও মৃত ব্যক্তি ০৪.১২.২০১৫ থেকে ০১.০৩.২০১৭ এর মধ্যে তার অ্যাকাউন্ট থেকে তার শ্বশুর মশাইকে ২৪ লক্ষ টাকা স্থানান্তর করেছেন, এটি একটি হাসপাতাল নির্মাণের জন্য বিনিয়োগের অংশ ছিল। পারিবারিক বোঝাপড়ার অংশ হিসাবে, শ্বশুর মশাই মৃত ব্যক্তি এবং তার স্বামীর জন্য একটি পৃথক হাসপাতাল স্থাপন করতে চেয়েছিলেন এবং পূর্ববর্তী হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা তাদের দুজনকে দিতে চেয়েছিলেন। তাই, স্যাফায়ার হাসপাতাল স্থাপনের জন্য, ২৮.১২.২০১৬ তারিখে এম/এস আগ্রা মেডিকেল অ্যান্ড কার্ডিয়াক সুপার স্পেশালিটি, এলএলপি নামে একটি সীমিত দায়বদ্ধতা অংশীদারিত্ব গঠন করা হয়েছিল, যেখানে মৃত ব্যক্তি এবং তার স্বামী সহ পাঁচজন অংশীদার ছিলেন, যাদের প্রত্যেকের ৩৫% শেয়ার ছিল। স্যাফায়ার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য সমস্ত অংশীদার কর্তৃক বিনিয়োগ করা হচ্ছিল এবং শ্বশুর মশাইয়ের মোট বিনিয়োগ ছিল ১.১২ কোটি টাকা।

(iv) দুটি হাসপাতাল থেকে মৃত ব্যক্তির কাছে বেশ কয়েকটি তহবিল স্থানান্তর করা হয়েছে, এছাড়াও শ্বশুর মশাই কর্তৃক মৃত ব্যক্তি এবং তার স্বামীকে তাদের যৌথ নামে সম্পত্তি কেনার জন্য অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এই লেনদেনগুলির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নলিখিত শর্তে দেওয়া হয়েছে:

(ক) ২০১৫-১৬ এবং ২০১৭-১৮ এর মধ্যে এম/এস আগ্রা মেডিকেল অ্যান্ড কার্ডিয়াক রিসার্চ সেন্টার কর্তৃক মৃত ব্যক্তিকে ২৭.২৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে;

(খ) ২০১৭-১৮ এবং ২০১৯-২০ এর মধ্যে স্যাফায়ার হাসপাতাল (এম/এস আগ্রা মেডিকেল অ্যান্ড কার্ডিয়াক সুপার স্পেশালিটি এলএলপি) কর্তৃক মৃত ব্যক্তিকে ৬১.৭৯ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে;

(গ) ০৯.০৯.২০১৯ এবং ২১.০৯.২০১৯ তারিখে শ্বশুর মশাই কর্তৃক মৃত ব্যক্তি এবং তার স্বামীকে সম্পত্তি কেনার জন্য ৬৬.৭৩ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে; এবং

(ঘ) দুটি প্লট কেনার জন্য এলএলপি-এর অ্যাকাউন্ট থেকে মৃত ব্যক্তিকে ১৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে।

(v) মৃত ব্যক্তির নামে ৩০.৮০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে, যার মধ্যে এফডিআর, ব্যাংক ব্যালেন্স, পিপিএফ এবং একটি আরডি অ্যাকাউন্ট রয়েছে।

(vi) ১.৪ কোটি টাকা মূল্যের তিনটি স্থাবর সম্পত্তি মৃত ব্যক্তি এবং তার স্বামীর যৌথ মালিকানাধীন;

(vii) ০১.১০.২০১৭ তারিখে কথিত ঘটনাটি একটি বানোয়াট কারণ মৃত ব্যক্তির শ্যালক এবং ননদ সেই দিনগুলিতে মুম্বাই ভ্রমণ করেছিলেন;

(viii) আত্মহত্যার চিঠিটি, যা ফরেনসিক বিজ্ঞান পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছে, তা নির্দেশ করে যে মৃত ব্যক্তি তার গর্ভপাতের কারণে বিষণ্ন মানসিক অবস্থায় ছিলেন;

(ix) আত্মহত্যার চিঠিটি উদ্ধারের প্রমাণ পুলিশ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত উদ্ধার স্মারক দ্বারা প্রমাণিত; এবং

(x) আবেদনকারীরা তদন্তে সহযোগিতা করেছেন এবং ০৫.১১.২০২০ তারিখে অভিযোগপত্র দাখিল করার আগে তাদের জবানবন্দি নথিভুক্ত করা হয়েছে।

৯. উপরের আবেদনগুলির সমর্থনে, প্রবীণ আইনজীবী শ্রী আর. বসন্ত আবেদন করেছেন যে ডাঃ এস.সি. আগরওয়াল (এ-২) আগ্রা-ভিত্তিক একজন প্রবীণ চিকিৎসক। তিনি এবং তার স্ত্রীর (এ-৩) দুই পুত্র রয়েছে যারা পেশায় ডাক্তার, অর্থাৎ এ-১ এবং এ-৪। এ-১ মৃত ব্যক্তির স্বামী ছিলেন, যখন এ-৪ এবং এ-৫ স্বামী-স্ত্রী। এ-২ তার পুত্র, এ-১ এবং এ-৪ এর জন্য পৃথক প্রতিষ্ঠান নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে দুটি হাসপাতাল স্থাপন করেছিলেন।

হাইকোর্ট কর্তৃক আগাম জামিন মঞ্জুর করার সমর্থনে, শ্রী বসন্ত আবেদন করেছেন যে:

(i) আত্মহত্যার চিঠির সুর নির্দেশ করে যে মৃত ব্যক্তি ধারাবাহিক গর্ভপাতের ফলে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন এবং তিনি প্রকৃতপক্ষে জুন ২০১৮-তে একটি কন্যা সন্তান দত্তক নিয়েছিলেন।

(ii) ১২.১০.২০১৮ তারিখে, মৃত ব্যক্তি এবং তার স্বামী তাদের জন্য একটি পৃথক বাসস্থান স্থাপন করেছিলেন।

(iii) মৃত ব্যক্তি তার শ্বশুর মশাই কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত উভয় হাসপাতাল থেকেই বেতন তুলেছিলেন। এ-২ (শ্বশুর মশাই) এ-১ (স্বামী) এবং মৃত ব্যক্তিকে তাদের যৌথ নামে স্থাবর সম্পত্তি কেনার জন্য অর্থ স্থানান্তর করেছিলেন।

(iv) ০৩.০৮.২০২০ তারিখে মৃত ব্যক্তি আত্মহত্যার চেষ্টা করার পর, তাকে তার শ্বশুর মশাই দ্বারা পরিচালিত পারিবারিক নার্সিং হোমে দ্রুত নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ ০৩.০৮.২০২০ তারিখ সন্ধ্যায় ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিল, যদিও ০৭.০৮.২০২০ তারিখ পর্যন্ত কোনো এফআইআর নথিভুক্ত হয়নি। ০৩.০৮.২০২০ এবং ০৪.০৮.২০২০ তারিখে জিনিসপত্র উদ্ধার করা হয়েছিল। আত্মহত্যার চিঠিটি ০৩.০৮.২০২০ তারিখে উদ্ধার করা হয়েছিল। ০৪.০৮.২০২০ তারিখে এটি মালখানায় জমা দেওয়া হয়েছিল, যেমনটি সাধারণ ডায়েরির ৮৫ নম্বর এন্ট্রিতে প্রতিফলিত হয়েছে। মৃত ব্যক্তিকে পরবর্তীতে তার পিতা, আপিলকারী, অন্য একটি হাসপাতালে নিয়ে যান। ০৫.০৮.২০২০ তারিখে, আত্মহত্যার চিঠিটি স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিতে ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, তা সত্ত্বেও অভিযোগপত্রে এটি বানোয়াট বলে উল্লেখ করা হয়নি। আত্মহত্যার চিঠিটিতে, যেমনটি আবেদন করা হয়েছে, যৌতুকের কারণে হয়রানির কোনো উল্লেখ নেই।

১০. উত্তর প্রদেশ রাজ্য এই কার্যধারায় আগ্রা জেলার সার্কেল অফিসে (ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ) কর্মরত হরিশ চন্দ্র তামতার মাধ্যমে একটি পালটা হলফনামা দাখিল করেছে। পালটা হলফনামায় নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলি রয়েছে:

"৯. এটি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে হাইকোর্ট ২০১৭ সালে মৃত দীপ্তি কর্তৃক শারীরিক আঘাত এবং তার দ্বারা থানায় দায়ের করা এফআইআর-এর বিষয়বস্তু বিবেচনায় নেয়নি।

১০. এটি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে ০২.০৮.২০২০ তারিখে সকাল ৯:৩০ ঘটিকায় মৃত ব্যক্তির স্বামী সুমিত আগরওয়াল এবং শাশুড়ি অনিতা

আগরওয়াল মোবাইল কলের মাধ্যমে যৌতুক দাবি করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে টাকা পরিশোধ না করলে গুরুতর পরিণতি হবে।"

১০. ডা. দীপ্তি তার স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির দ্বারা প্রদত্ত দুর্ব্যবহারের কারণে দুটি গর্ভপাত ভোগেন।

১১. মৃত ব্যক্তির শরীরে পাওয়া আঘাতের কোনো ব্যাখ্যা নেই।

১২. মেডিকেল প্রতিবেদন এবং প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায় যে মৃত ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে।

১৩. এটি যৌতুকের ক্রমাগত দাবি, মৃত ব্যক্তির উপর নির্যাতন এবং ভুক্তভোগী করার একটি ঘটনা এবং মৃত ব্যক্তি নিজেই ২০১৭ সালে দায়ের করা এফআইআর-এ তার স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির দ্বারা যৌতুকের দাবির কথা বলেছেন।

১৪. এটিও স্পষ্ট যে হতাশার কারণে আত্মহত্যা এবং মৃত ব্যক্তি কর্তৃক একটি সন্তান দত্তক নেওয়ার গল্পগুলি মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন। কথিত আত্মহত্যার চিঠিটি ডা. দীপ্তির হাতের লেখা নয়। উক্ত নথিটি মিথ্যা, বানোয়াট এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা তৈরি করা হয়েছে এবং তারা দণ্ডবিধির ৪৬৮ ও ৪৭১ ধারার অধীনে অপরাধ করার জন্য দোষী।

১৫. উত্তরদাতা-রাজ্য এই মাননীয় আদালত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আইনের উপরও নির্ভর করছে। লাভেশ বনাম রাজ্য (দিল্লির এনসিটি) মামলায়, যা ২০১২(৮) এসসিসি ৭৩০ এ প্রকাশিত হয়েছে, বিশেষ করে এই রায়ের ৮, ১২ এবং ১৮ অনুচ্ছেদে।

১১. উপরের অভিযোগগুলির ভিত্তিতে, রাজ্য আগাম জামিন মঞ্জুর করার আদেশের সঠিকতার বিরোধিতা করে আপিলকারীকে সমর্থন করেছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, আদালত কর্তৃক সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের জবাবে যে দীপ্তিকে হত্যা করা হয়েছিল এমন অভিযোগের বিষয়ে কোনো তদন্ত করা হয়েছে কিনা, বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী বিমলেশ কুমার শুক্লা নেতিবাচক উত্তর দিয়েছেন। কথিত আত্মহত্যার চিঠিটি সম্পর্কে, বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী আবেদন করেছেন যে হাতে লেখা তুলনা করার জন্য পর্যাপ্ত উপাদানের অভাবে এটি প্রাথমিকভাবে এফএসএল (ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি) দ্বারা ফেরত দেওয়া হয়েছিল এবং এটি এখন তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক প্রয়োজনীয় সহায়ক উপাদান সহ এফএসএল-এ পুনরায় জমা দেওয়া হয়েছে, যার রিপোর্ট এখনও অপেক্ষাধীন।

গ. আগাম জামিন বাতিল

১২. প্রতিদ্বন্দ্বী আবেদনগুলি এখন বিবেচনা করা হবে। আপিলকারী, যিনি মৃত ব্যক্তির পিতা, ০৭.০৮.২০২০ তারিখে একটি অভিযোগ দায়ের করেছিলেন

যার ভিত্তিতে আগ্রা জেলার তাজগঞ্জ থানায় ২০২০ সালের এফআইআর নং ০৬২৩ নথিভুক্ত হয়েছিল। এফআইআর-এ নিম্নলিখিত অভিযোগগুলি রয়েছে:

(i) মৃত ব্যক্তির সাথে এ-২ এর পুত্র এ-১ এর বিবাহ ০৩.১১.২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়;

(ii) মৃত ব্যক্তি পেশায় একজন যোগ্যতাসম্পন্ন ডাক্তার ছিলেন;

(iii) তার বিবাহের অনুষ্ঠানে ১.৫ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছিল;

(iv) এ-১ থেকে এ-৫ বধূ কর্তৃক আনা অর্থে অসন্তুষ্ট ছিল এবং তাকে ১ কোটি টাকা আনার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল;

(v) আপিলকারী তার মেয়ের পারিবারিক সুখের স্বার্থে চেকের মাধ্যমে বরের পরিবারকে টাকা দিয়েছিলেন;

(vi) ২০১৭ সালে একটি ঘটনা ঘটে যখন মৃত ব্যক্তিকে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন মারধর করে। বৃন্দাবনের সরকারি হাসপাতালে মেডিকেল পরীক্ষার সময় তার আঘাতের বিষয়টি প্রকাশিত হয়;

(vii) মৃত ব্যক্তির দুটি গর্ভপাত হয়েছিল এবং তিনি একটি কন্যা সন্তান দত্তক নিয়েছিলেন;

(viii) মৃত ব্যক্তি এবং তার দত্তক নেওয়া সন্তানের উপর ক্রমাগত হয়রানি চলছিল;

(ix) ০৩.০৮.২০২০ তারিখে ঘটনার প্রায় ১৮ বা ১৯ দিন আগে, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা যৌতুকের জন্য মৃত ব্যক্তিকে মারধর করেছিল এবং যদি সে তার পরিবারকে জানায় তবে তার পরিণতি ভোগ করতে হবে বলে হুমকি দিয়েছিল;

(x) ০৩.০৮.২০২০ তারিখে এ-২ কর্তৃক আপিলকারী-অভিযোগকারীকে টাকা দাবি করে এবং তাকে পরিণতি ভোগ করার হুমকি দিয়ে একটি টেলিফোন কল করা হয়েছিল;

(xi) ০৩.০৮.২০২০ তারিখে ১৫:০৯ এবং ১৭:৩১ ঘটিকায় মৃত ব্যক্তি তার বাবা-মাকে টেলিফোন কল করে, যখন সে সম্প্রতি আক্রান্ত হওয়ার এবং তার জীবনের হুমকির কথা প্রকাশ করে;

(xii) আপিলকারী ফরিদাবাদ থেকে আগ্রা যাওয়ার আগেই তিনি দেখতে পান যে যৌতুকের দাবি পূরণ না করায় তার মেয়েকে হত্যা করা হয়েছে;

(xiii) আপিলকারী মৃত ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্য ফরিদাবাদের সর্বোদয় হাসপাতালে নিয়ে যান, যেখানে ০৬.০৮.২০২০ তারিখে তার মৃত্যু হয়;

(xiv) শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার পর এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল;

(xv) অভিযুক্তরা মৃত ব্যক্তির অর্জিত অর্থ দখল করে নিয়েছিল; এবং

(xvi) আপিলকারীর কন্যাকে যৌতুকের জন্য হত্যা করা হয়েছিল।

১৩. আমলযোগ্য অপরাধ সংঘটিত হওয়ার বিষয়ে পুলিশকে জানানো হয়েছিল। তাদের তদন্ত করার দায়িত্ব ছিল। ২১.০৮.২০২০ তারিখে আগাম জামিন অস্বীকার করার সময় দায়রা বিচারক যে প্রধান বিষয়গুলি বিবেচনা করেছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল এই যে, তথ্যদাতার পক্ষ বিভিন্ন লেনদেনের মাধ্যমে অর্থ স্থানান্তরের ইঙ্গিত দিয়ে নথি দাখিল করেছিল। এছাড়াও, দায়রা বিচারক ০৪.১০.২০১৭ তারিখের সেই চিঠির উপরও নির্ভর করেছিলেন যা মৃত ব্যক্তি কোসি কালান, মথুরা জেলার এসএইচও-কে সম্বোধন করে লিখেছিলেন, যেখানে সুনির্দিষ্টভাবে অভিযোগ করা হয়েছিল যে তাকে এ-৩, এ-৪ এবং এ-৫ দ্বারা মারধর করা হয়েছিল, যার ফলস্বরূপ তিনি আঘাত পেয়েছিলেন। দায়রা বিচারক উল্লেখ করেছেন যে অভিযোগ করা হয়েছে যে এটি তার শ্বশুর মশাই, এ-২ এর প্ররোচনায় ঘটেছিল। এফআইআর-এর বিষয়বস্তু ছাড়াও, হাইকোর্টের একক বিচারককে যথাযথভাবে অবহিত করা হয়েছিল যে, যদিও মৃত ব্যক্তিকে ২০১৭ সালে মারধর করা হয়েছিল, তবে তথ্যদাতা কেবল বিবাহ বাঁচানোর জন্য মৃত ব্যক্তির স্বামী এবং তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেননি। একক বিচারক, প্রতিদ্বন্দ্বী আবেদনগুলি বিশ্লেষণ করার সময় উল্লেখ করেছেন যে:

(i) জামিনের আবেদনকারীরা হলেন শ্বশুর মশাই, শাশুড়ি, শ্যালক এবং ননদ;

(ii) মৃত ব্যক্তির স্বামী হেফাজতে আছেন; এবং

(iii) এফআইআর-কে "রাষ্ট্রপক্ষের মামলার একটি বিশ্বকোষ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয় তবে এটি মৌলিক রাষ্ট্রপক্ষের মামলাকে প্রতিফলিত করবে।"

উপরোক্ত ভিত্তিগুলি নথিভুক্ত করার পর, একক বিচারক রায় দিয়েছেন যে (ক) "এফআইআর প্রাথমিকভাবে আবেদনকারীদেরকে জড়িত করার জন্য তৈরি করা হয়েছে বলে মনে হয়"; (খ) "এফআইআর-এ উত্থাপিত বিভিন্ন অভিযোগের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই"; এবং (গ) অভিযোগগুলি "সাধারণ প্রকৃতির" যেখানে অভিযুক্তদের কোনো সুনির্দিষ্ট ভূমিকা নির্ধারিত হয়নি।

১৪. আমরা এই বিশ্লেষণ শুরু করেছি এফআইআর-এর একটি উল্লেখ দিয়ে। একক বিচারকের পক্ষে তিনটি প্রাথমিক সিদ্ধান্তের কোনোটিতে পৌঁছানোর কোনো জোরালো ভিত্তি নেই। তথ্যদাতা তার অভিযোগ দায়েরের খুব কাছাকাছি সময়ে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণে তার নিজের কন্যাকে হারানোর কষ্ট পেয়েছিলেন। এফআইআর-এ ২০১৭ সালের অক্টোবরের পূর্ববর্তী ঘটনা, যৌতুকের দাবি, তথ্যদাতা কর্তৃক বরের পরিবারকে চেকে অর্থ প্রদান এবং ঘটনার খুব কাছাকাছি সময়ে, যেদিন তিনি মারা যান, সেই একই দিনে মৃত ব্যক্তির শ্বশুর মশাইয়ের কাছ থেকে এবং পরে মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে তথ্যদাতার প্রাপ্ত টেলিফোন কলের উল্লেখ রয়েছে। এফআইআর-এ ২০১৭ সালের অক্টোবরের ঘটনা থেকে শুরু করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে। ০১.১০.২০১৭ তারিখে মৃত ব্যক্তি কর্তৃক পুলিশকে যেমন জানানো হয়েছিল, তেমন কোনো ঘটনা ঘটেছিল কিনা, যার ফলে তার আঘাত হয়েছিল যা সরকারি হাসপাতালে পরীক্ষা করা হয়েছিল, তা তদন্তের বিষয়। একক বিচারক কীভাবে - এফআইআর-এর সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এবং দায়রা বিচারক কর্তৃক আর্থিক লেনদেনের উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও - এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলেন যে এফআইআর প্রাথমিকভাবে "অভিযুক্তদের ফাঁসানোর জন্য তৈরি করা হয়েছে" তা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যার ঊর্ধ্বে। একইভাবে, " এফআইআর-এ উত্থাপিত অভিযোগগুলির মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই" এই সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এফআইআর পড়লে দেখা যাবে যে একক বিচারকের এই সিদ্ধান্ত যে অভিযোগগুলি "সাধারণ প্রকৃতির এবং অভিযুক্তদের কোনো সুনির্দিষ্ট ভূমিকা নির্ধারিত হয়নি" তা নথির পরিপন্থী। একক বিচারক অভিযুক্তদের আয়কর রিটার্ন থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন যে "তাদের পর্যাপ্ত সংগতি নেই" এটা বলা যায় না। একক বিচারক রাজ্যের তদন্তকারী সংস্থার দ্বারা একটি পূর্ণ তদন্ত ছাড়াই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে ভুল করেছেন। শ্রী লুথরা দুটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মৃত ব্যক্তিকে অর্থ প্রদান, সম্পত্তি কেনার জন্য তহবিল স্থানান্তর এবং সম্পত্তির যৌথ মালিকানার উপর নির্ভর করতে চেয়েছেন। মৃত ব্যক্তি কর্তৃক তার পেশাদার কাজের জন্য প্রাপ্ত কথিত অর্থের উৎস তদন্তের বিষয়। একইভাবে, মৃত ব্যক্তি কর্তৃক তার শ্বশুর মশাইকে অর্থ স্থানান্তর এবং তার বাবা-মায়ের কাছ থেকে প্রাপ্ত তহবিলের সাথে এর কোনো সম্পর্ক আছে কিনা, তা একটি গুরুতর তদন্তের বিষয়। বিবাহ হওয়ার সাত বছরের মধ্যেই মৃত্যুটি অস্বাভাবিক ছিল। কিছু অভিযুক্তের কাছ থেকে তথ্যদাতা কর্তৃক প্রাপ্ত কথিত ফোন কল এবং যেদিন মৃত ব্যক্তিকে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায় সেদিন মৃত ব্যক্তির দ্বারা প্রাপ্ত ফোন কলগুলি তদন্তের বিষয় ছিল। মৃত ব্যক্তির শরীরে কোনো বাহ্যিক আঘাতের কথিত অনুপস্থিতি একটি তদন্তের বিষয়। হাইকোর্টের দৃষ্টিভঙ্গি অনৌপচারিক। হাইকোর্ট কর্তৃক নথিভুক্ত কারণগুলিতে থাকা অনুমানগুলির কোনো ভিত্তি নেই যেগুলির সাথে এটি মুখোমুখি হয়েছিল।

হাইকোর্টের এই পর্যবেক্ষণ যে এফআইআর-এ অভিযুক্তের কোনো সুনির্দিষ্ট ভূমিকা নির্ধারিত হয়নি, তা এফআইআর-এর একটি ভুল পাঠের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। হাইকোর্টের সম্পূর্ণ পদ্ধতিই ত্রুটিপূর্ণ। এটি নথির পরিপন্থী এবং, আমরা এখন যেমন ব্যাখ্যা করব, গুরুতর অপরাধের কথিত সংঘটন জড়িত একটি মামলায় আগাম জামিন মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে বিবেচনামূলক ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পর্কে আইনের সুপ্রতিষ্ঠিত নীতিগুলির পরিপন্থী।

১৫. এটি আইনের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি যে, জামিন মঞ্জুর করার একটি "অযৌক্তিক, অবৈধ বা বিকৃত আদেশ" বাতিল করা, অভিযুক্তের পরবর্তী অসদাচরণের কারণে বা কিছু নতুন তথ্য উদ্‌ভূত হওয়ার কারণে জামিন বাতিলের থেকে ভিন্ন। পুরান বনাম রামবিলাস[৭] মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছে যে, যেখানে জামিন মঞ্জুর করার একটি আদেশ নথিতে থাকা তথ্যকে উপেক্ষা করে বা যদি একটি জঘন্য অপরাধে কারণ উল্লেখ না করে জামিন মঞ্জুর করার একটি বিকৃত আদেশ পাস করা হয়, তবে ন্যায়বিচারের স্বার্থে আদেশটি বাতিল করা এবং জামিন বাতিল করা প্রয়োজন হতে পারে। কোনো কারণ নথিভুক্ত না করা হলো একটি প্রান্ত। আগাম জামিন মঞ্জুর করার আদেশে হস্তক্ষেপের অন্য প্রান্ত (যেখানে বর্তমান মামলাটি পড়ে) হলো যেখানে কারণগুলি নথিতে থাকা তথ্যের পরিপন্থী এবং তাই বিকৃতিতে ভুগছে বলে প্রমাণিত হয়।

১৬. আগাম জামিন মঞ্জুর করার আবেদন বিবেচনা করার সময় যে বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে তা সিদ্ধরাম সাতলিংগাপ্পা মেহেত্রে বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য[৮] এবং আরও কয়েকটি রায়ে এই আদালত দ্বারা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যে বিষয়গুলি বিবেচনা করতে হবে তার মধ্যে রয়েছে:

"১১২. [...]

(i) অভিযোগের প্রকৃতি এবং গুরুতরতা এবং অভিযুক্তের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা;

(ii) আবেদনকারীর পূর্বের কার্যকলাপ, যার মধ্যে অভিযুক্ত পূর্বে একটি আমলযোগ্য অপরাধে আদালতের দ্বারা দোষী সাব্যস্ত হয়ে কারাভোগ করেছে কিনা;

(iii) আবেদনকারীর বিচার থেকে পালানোর সম্ভাবনা;

(iv) অভিযুক্তের দ্বারা অনুরূপ বা অন্যান্য অপরাধ পুনরাবৃত্তি করার সম্ভাবনা;

(v) অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে কেবল আবেদনকারীকে আঘাত বা অপমান করার উদ্দেশ্যেই অভিযোগ করা হয়েছে কিনা;

---

[৭] (২০০১) ৬ এসসিসি ৩৩৮

[৮] (২০১১) ১ এসসিসি ৬৯৪

(vi) আগাম জামিন মঞ্জুরের প্রভাব, বিশেষ করে বৃহৎ সংখ্যক মানুষকে প্রভাবিত করে এমন গুরুতর মামলায়;

(vii) আদালতকে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে থাকা সমস্ত তথ্য সাবধানে মূল্যায়ন করতে হবে। আদালতকে মামলার অভিযুক্তের সঠিক ভূমিকাও পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে। যে মামলাগুলিতে দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ৩৪ এবং ১৪৯ ধারার সাহায্যে অভিযুক্তকে জড়ানো হয়েছে, সেই মামলাগুলি আরও বেশি যত্ন ও সতর্কতার সাথে বিবেচনা করা উচিত, কারণ এই ধরনের মামলায় অতিরিক্ত জড়িত করা একটি সাধারণ জ্ঞান এবং উদ্বেগের বিষয়;

(viii) আগাম জামিন মঞ্জুরের আবেদন বিবেচনা করার সময়, দুটি বিষয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে, যথা, অবাধ, সুষ্ঠু ও পূর্ণ তদন্তে কোনো প্রতিকূলতা সৃষ্টি করা উচিত নয় এবং অভিযুক্তের হয়রানি, অপমান এবং অযৌক্তিক আটক প্রতিরোধ করা উচিত;

(ix) সাক্ষীদের প্রভাবিত করার যুক্তিসঙ্গত আশঙ্কা বা অভিযোগকারীকে হুমকি দেওয়ার আশঙ্কা;

(x) রাষ্ট্রপক্ষের তুচ্ছতাকে সর্বদা বিবেচনা করা উচিত এবং শুধুমাত্র সত্যতার উপাদানটিই জামিন মঞ্জুরের ক্ষেত্রে বিবেচনা করতে হবে এবং যদি রাষ্ট্র পক্ষেরর সত্যতা সম্পর্কে কিছু সন্দেহ থাকে, তবে স্বাভাবিক ঘটনা প্রবাহে, অভিযুক্ত জামিনের আদেশ পাওয়ার অধিকারী।

১১৩. গ্রেপ্তার হওয়া উচিত শেষ বিকল্প এবং এটি সেই ব্যতিক্রমী মামলাগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত যেখানে সেই মামলার ঘটনা এবং পরিস্থিতিতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা অপরিহার্য। আদালতকে সতর্কতার সাথে উপলব্ধ সমস্ত নথি এবং বিশেষ করে অভিযুক্তের উপর সরাসরি আরোপিত অভিযোগগুলি পরীক্ষা করতে হবে এবং এই অভিযোগগুলি নথিতে থাকা অন্যান্য উপাদান এবং পরিস্থিতি দ্বারা সমর্থিত কিনা তা দেখতে হবে।

উপরে উল্লিখিত পর্যবেক্ষণগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, জয় প্রকাশ সিং বনাম বিহার রাজ্য[৯] মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছে:

"১৯. একটি গুরুতর অপরাধে আগাম জামিন মঞ্জুর করার জন্য নির্ধারিত শর্তাবলী পূরণ করা প্রয়োজন এবং উপরন্তু এই ধরনের ত্রাণ মঞ্জুর করার সময়, আদালতকে কারণগুলি নথিভুক্ত করতে হবে...

---

[৯] (২০১২) ৪ এসসিসি ৩৭৯

আগাম জামিন শুধুমাত্র ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে মঞ্জুর করা যেতে পারে যেখানে আদালত প্রাথমিকভাবে এই মত পোষণ করে যে আবেদনকারীকে মিথ্যাভাবে অপরাধে জড়ানো হয়েছে এবং সে তার স্বাধীনতার অপব্যবহার করবে না। (ডি.কে. গণেশ বাবু বনাম পি.টি. মানোকরণ [(২০০৭) ৪ এসিসি ৪৩৪ : (২০০৭) ২ এসিসি (ফৌজদারি) ৩৪৫], মহারাষ্ট্র রাজ্য বনাম মহম্মদ সাজিদ হুসেন মহম্মদ এস. হুসেন [(২০০৮) ১ এসিসি ২১৩ : (২০০৮) ১ এসিসি (ফৌজদারি) ১৭৬] এবং ভারতীয় ইউনিয়ন বনাম পদ্ম নারায়ণ আগরওয়াল [(২০০৮) ১৩ এসিসি ৩০৫ : (২০০৯) ১ এসিসি (ফৌজদারি) ১] দেখুন)।"

১৭. সুশীলা আগরওয়াল বনাম রাজ্য (এনসিটি অফ দিল্লি)[১০] এর সংবিধান বেঞ্চের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে, আগাম জামিন মঞ্জুরের আবেদন নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আদালতের যে বিষয়গুলি বিবেচনা করা উচিত তা পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। আদালতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে:

"৯২.১... আগাম জামিন চেয়ে করা আবেদনটিতে অপরাধ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় মৌলিক তথ্য এবং কেন আবেদনকারী যুক্তিসঙ্গতভাবে গ্রেপ্তারের আশঙ্কা করছেন, সেইসাথে তার নিজস্ব বিবরণ থাকা উচিত। এগুলি আদালতের জন্য অপরিহার্য, যা তার আবেদন বিবেচনা করবে, হুমকি বা আশঙ্কার গুরুতরতা এবং আরোপিত হতে পারে এমন যেকোনো শর্তের উপযুক্ততা মূল্যায়ন করবে।

৯২.৩...একটি আবেদন (আগাম জামিন মঞ্জুরের জন্য) বিবেচনা করার সময় আদালতকে অপরাধের প্রকৃতি, ব্যক্তির ভূমিকা, তদন্তের গতিপথকে প্রভাবিত করার সম্ভাবনা, বা প্রমাণ নষ্ট করার সম্ভাবনা (সাক্ষীদের ভয় দেখানো সহ), বিচার থেকে পালানোর সম্ভাবনা (যেমন দেশ ত্যাগ করা) ইত্যাদি বিবেচনা করতে হবে।

৯২.৪. আগাম জামিন মঞ্জুর করা হবে নাকি অস্বীকার করা হবে তা বিবেচনা করার সময় আদালতকে সাধারণত অপরাধের প্রকৃতি ও গুরুতরতা, আবেদনকারীর উপর আরোপিত ভূমিকা এবং মামলার তথ্য দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত। মঞ্জুর করা হবে কিনা তা বিবেচনামূলক বিষয়; একইভাবে, যদি হয়, তবে কী ধরনের বিশেষ শর্ত আরোপ করা হবে (বা আরোপ করা হবে না) তা মামলার তথ্যের উপর নির্ভরশীল এবং আদালতের বিবেচনার অধীন।"

১৮. সংবিধান বেঞ্চ পুনর্ব্যক্ত করেছে যে জামিন মঞ্জুর করার আদেশের সঠিকতা একটি আপিল বা উচ্চতর আদালত কর্তৃক মূল্যায়নের অধীন এবং এটি এই ভিত্তিতে বাতিল করা যেতে পারে যে জামিন মঞ্জুরকারী আদালত বস্তুগত তথ্য বা গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি বিবেচনা করেনি।

---

[১০] (২০২০) ৫ এস.সি.সি. ১

কানওয়ার সিং মীনা বনাম রাজস্থান রাজ্য[১১] মামলায় এই আদালতের একটি দুই বিচারপতির বেঞ্চ উল্লেখ করেছে যে:

"১০. সুতরাং, ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৩৯ ধারা হাইকোর্ট এবং দায়রা আদালতকে জামিন সম্পর্কে খুব বিস্তৃত ক্ষমতা প্রদান করে। কিন্তু, জামিন মঞ্জুর করার সময়, হাইকোর্ট এবং দায়রা আদালত অন্যান্য আদালতের মতো একই বিষয়গুলি দ্বারা পরিচালিত হয়। অর্থাৎ, অপরাধের গুরুতরতা, প্রমাণের চরিত্র, ভুক্তভোগী এবং সাক্ষীদের সাপেক্ষে অভিযুক্তের অবস্থান এবং মর্যাদা, অভিযুক্তের বিচার থেকে পালিয়ে যাওয়ার এবং অপরাধ পুনরাবৃত্তি করার সম্ভাবনা, তার সাক্ষীদের প্রভাবিত করার এবং ন্যায়বিচারের পথ অবরোধ করার সম্ভাবনা এবং এই ধরনের অন্যান্য কারণগুলি বিবেচনায় নিতে হবে। প্রতিটি ফৌজদারি মামলা তার নিজস্ব বিশেষ ঘটনাভিত্তিক পরিস্থিতি উপস্থাপন করে এবং তাই, একটি নির্দিষ্ট মামলার জন্য বিশেষ কিছু কারণ আদালতকে বিবেচনায় নিতে হতে পারে। আদালতকে কেবল এই বিষয়ে মতামত দিতে হবে যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে মামলা আছে কিনা। আদালতকে পুলিশ কর্তৃক সংগৃহীত প্রমাণের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা এবং সে সম্পর্কে মন্তব্য করা উচিত নয়। প্রমাণের এই ধরনের মূল্যায়ন এবং অকাল মন্তব্য অভিযুক্তকে একটি সুষ্ঠু বিচার থেকে বঞ্চিত করতে পারে। ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৩৯(২) ধারার অধীনে জামিন বাতিল করার সময়, আদালতের প্রধান বিবেচনাগুলি হলো অভিযুক্ত প্রমাণ প্রভাবিত করতে বা ন্যায়বিচারের স্বাভাবিক গতিপথে হস্তক্ষেপ বা হস্তক্ষেপের চেষ্টা করতে বা ন্যায়বিচারের স্বাভাবিক গতিপথ এড়াতে পারে কিনা। তবে, এটুকুই সব নয়। হাইকোর্ট বা দায়রা আদালত এমন ক্ষেত্রেও জামিন বাতিল করতে পারে যেখানে জামিন মঞ্জুর করার আদেশ গুরুতর ত্রুটিযুক্ত হয় যার ফলে ন্যায়বিচারের বিচ্যুতি ঘটে। যদি জামিন মঞ্জুরকারী আদালত অভিযুক্তের প্রাথমিকভাবে জড়িত থাকার ইঙ্গিতকারী প্রাসঙ্গিক তথ্য উপেক্ষা করে বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য বিবেচনা করে, যার অভিযুক্তকে জামিন মঞ্জুরের প্রশ্নের সাথে কোনো প্রাসঙ্গিকতা নেই, তবে হাইকোর্ট বা দায়রা আদালত জামিন বাতিল করার ক্ষেত্রে যথাযথ হবে। এই ধরনের আদেশ জামিন মঞ্জুরের ক্ষমতাকে অন্তর্নিহিত সু-স্বীকৃত নীতিগুলির পরিপন্থী। এই ধরনের আদেশ আইনত ত্রুটিপূর্ণ এবং দুর্বল, যা ন্যায়বিচারের বিচ্যুতি এবং প্রমাণ প্রভাবিত করার, বিচার থেকে পালানোর ইত্যাদি অভিযুক্তের প্রবণতার মতো অতিরিক্ত পরিস্থিতির অনুপস্থিতির দিকে পরিচালিত করে।

---

[১১](২০১২) ১২ এসসিসি ১৮০

আদালতকে জামিন বাতিল করা থেকে বিরত রাখবে না। হাইকোর্ট বা দায়রা আদালত এই ধরনের জামিনের আদেশ বাতিল করতে বাধ্য, বিশেষ করে যখন সেগুলো জঘন্য অপরাধে জড়িত অভিযুক্তদের মুক্তি দেওয়ার জন্য পাস করা হয়, কারণ এগুলি শেষ পর্যন্ত প্রসিকিউশনের মামলাকে দুর্বল করে এবং সমাজের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই আদালতের ক্ষমতা অনেক বিস্তৃত হলেও, জামিন মঞ্জুর বা বাতিলের ক্ষেত্রে এই আদালত সমানভাবে উপরোক্ত নীতিগুলি দ্বারা পরিচালিত হয়।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

সম্প্রতি, এই আদালত মায়াকালা ধর্মরাজম বনাম তেলেঙ্গানা রাজ্য[১২] মামলায় উপরোক্ত নীতিগুলি পুনর্ব্যক্ত করে বলেছে:

"৯. এটি প্রতিষ্ঠিত আইন যে, জামিন বাতিল এমন ক্ষেত্রে করা যেতে পারে যেখানে জামিন মঞ্জুর করার আদেশ গুরুতর ত্রুটিযুক্ত হয় যার ফলে ন্যায়বিচারের বিচ্যুতি ঘটে। যদি জামিন মঞ্জুরকারী আদালত অভিযুক্তের প্রাথমিকভাবে জড়িত থাকার ইঙ্গিতকারী প্রাসঙ্গিক তথ্য উপেক্ষা করে বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য বিবেচনা করে, যার অভিযুক্তকে জামিন মঞ্জুরের প্রশ্নের সাথে কোনো প্রাসঙ্গিকতা নেই, তবে হাইকোর্ট বা দায়রা আদালত জামিন বাতিল করার ক্ষেত্রে যথাযথ হবে।"

১৯. এখানে আগাম জামিন এবং নিয়মিত জামিন মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি নির্দেশিকা হিসাবে কাজ করে তাদের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক। পোকার রাম বনাম রাজস্থান রাজ্য[১৩] মামলায়, আগাম জামিন মঞ্জুর করার একটি আদেশ বাতিল করার সময়, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে:

"৫. ৪৩৮ ধারার অধীনে আগাম জামিন মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে আদালতের সিদ্ধান্তকে পরিচালিত করে এমন প্রাসঙ্গিক বিবেচনাগুলি একটি তদন্ত চলাকালীন গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তির দ্বারা বা একজন দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির দ্বারা, যার আপিল উচ্চতর আদালতে বিচারাধীন এবং আপিল বিচারাধীন থাকাকালীন জামিন চাওয়া হয়েছে, জামিনের আবেদনের সময়কার বিবেচনাগুলি থেকে বস্তুগতভাবে ভিন্ন। তিনটি পরিস্থিতি যেখানে জামিন মঞ্জুর বা প্রত্যাখ্যানের প্রশ্ন উঠবে, সেগুলি একে অপরের থেকে বস্তুগতভাবে এবং যথেষ্ট পরিমাণে ভিন্ন এবং আদালত যে প্রাসঙ্গিক বিবেচনাগুলির উপর ভিত্তি করে তার বিচক্ষণতা প্রয়োগ করবে, সেগুলি একে অপরের থেকে যথেষ্ট পরিমাণে ভিন্ন। এটি বলার প্রয়োজন কারণ হাইকোর্টের বিজ্ঞ বিচারক দুর্ভাগ্যবশত সমস্ত বিবেচনাকে গুলিয়ে ফেলে ভুল করেছেন,

---

[১২](২০২০) ২ এসসিসি ৭৪৩

[১৩](১৯৮৫) ২ এসসিসি ৫৯৭

যেন বর্তমান পরিস্থিতিতে তিনটিই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

৬. গুরবক্স সিং সিব্বিয়া বনাম পাঞ্জাব রাজ্য [(১৯৮০) ২ এসিসি ৫৬৫ : ১৯৮০ এসিসি (ফৌজদারি) ৫৬১] এর সংবিধান বেঞ্চের সিদ্ধান্ত স্পষ্টভাবে বলে যে, "সাধারণ জামিনের আদেশ এবং আগাম জামিনের আদেশের মধ্যে পার্থক্য হলো যে, পূর্ববর্তীটি গ্রেপ্তারের পরে মঞ্জুর করা হয় এবং তাই এটি পুলিশের হেফাজত থেকে মুক্তি বোঝায়, যখন পরবর্তীটি গ্রেপ্তারের আশঙ্কায় মঞ্জুর করা হয় এবং তাই গ্রেপ্তারের মুহূর্ত থেকেই কার্যকর হয়।" গ্রেপ্তারের পরের জামিনের আদেশের মতো নয়, এটি একটি গ্রেপ্তারের পূর্বের আইনি প্রক্রিয়া যা নির্দেশ করে যে যদি যার পক্ষে এটি জারি করা হয় সেই ব্যক্তিকে পরবর্তীতে যে অভিযোগের সাপেক্ষে নির্দেশ জারি করা হয়েছে তার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়, তবে তাকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হবে। ৪৩৮ ধারার অধীনে একটি নির্দেশ ৪৬(১) ধারায় কল্পনা করা স্পর্শ বা কারাবাস থেকে শর্তসাপেক্ষ অনাক্রম্যতা প্রদানের উদ্দেশ্যে। ৩১ অনুচ্ছেদে, প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় আগাম জামিনের আবেদন এবং তদন্ত চলাকালীন গ্রেপ্তারের পর জামিনের আবেদন পরীক্ষা করার সময় প্রাসঙ্গিক বিবেচনাগুলির মধ্যে পার্থক্য স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছেন। বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতি বলেছেন যে আগাম জামিনের ক্ষেত্রে, যদি প্রস্তাবিত অভিযোগ ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য পূরণের অভিপ্রায় থেকে উদ্ভূত না হয়ে কিছু গোপন উদ্দেশ্য থেকে উদ্ভূত বলে মনে হয়, যার উদ্দেশ্য আবেদনকারীকে গ্রেপ্তার করে আঘাত ও অপমান করা হয়, তবে গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ সাধারণত দেওয়া হবে। এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে, "এটি একটি অপরিবর্তনীয় নিয়ম হিসাবে নির্ধারণ করা যায় না যে প্রস্তাবিত অভিযোগ দুর্নীতিপরায়ণ উদ্দেশ্য দ্বারা চালিত না হলে আগাম জামিন মঞ্জুর করা যাবে না; এবং একইভাবে, যদি আবেদনকারী পলায়ন করবে এমন কোনো ভয় না থাকে তবে আগাম জামিন মঞ্জুর করতে হবে।" বিবেচনামূলক ক্ষমতাকে পরিচালিত করে এমন কিছু প্রাসঙ্গিক বিবেচনা, যা সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি হলো "প্রস্তাবিত অভিযোগের প্রকৃতি এবং গুরুতরতা, অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ার সম্ভাব্য ঘটনার প্রেক্ষাপট, বিচারের সময় আবেদনকারীর উপস্থিতি নিশ্চিত না হওয়ার যুক্তিসঙ্গত সম্ভাবনা, সাক্ষীদের প্রভাবিত করার যুক্তিসঙ্গত আশঙ্কা এবং 'জনগণ বা রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থ', এইগুলি এমন কিছু বিবেচনা যা আদালতকে আগাম জামিনের আবেদন নিষ্পত্তি করার সময় মনে রাখতে হবে।" একটি সতর্কতা উচ্চারণ করা হয়েছে যে "আবেদনকারী পলায়ন করবে কিনা তা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে, এমন কোনো অনুমান থাকতে পারে না যে ধনী ও শক্তিশালীরা বিচার মেনে চলবে

এবং নম্র ও দরিদ্ররা ন্যায়বিচারের পথ থেকে পালিয়ে যাবে, যেমনটি এমন কোনো অনুমান থাকতে পারে না যে পূর্বোক্তরা অপরাধ করার সম্ভাবনা কম এবং পরবর্তীরা এটি করার সম্ভাবনা বেশি।"

উপরোক্ত নীতিগুলির আলোকে বিচার করলে, এলাহাবাদ হাইকোর্টের একক বিচারকের রায় অগ্রহণযোগ্য। এফআইআর-এ যৌতুক দাবির ক্ষেত্রে অভিযুক্তের ভূমিকা, পূর্বেকার আক্রমণের ঘটনা এবং মৃত ব্যক্তির শ্বশুরবাড়িতে চেকের মাধ্যমে অর্থ প্রদানের অভিযোগগুলির বর্ণনা রয়েছে। এফআইআর-এ ০৩.০৮.২০২০ তারিখে সকালে মৃত ব্যক্তির শ্বশুর মশাইয়ের কাছ থেকে এবং একই দিনে দুবার মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে — তার মৃতদেহ পাওয়ার কয়েক ঘন্টা আগে — প্রাপ্ত টেলিফোন কলগুলির উল্লেখ রয়েছে। এই ধরনের গুরুতর অপরাধে আগাম জামিন মঞ্জুর করা তদন্তে বাধা সৃষ্টি করবে। এই পরিস্থিতিতে কন্যার মৃত্যুতে ক্ষতিগ্রস্ত একজন পিতার দ্বারা দায়ের করা এফআইআর-কে মৃত ব্যক্তির স্বামী এবং তার পরিবারকে মিথ্যাভাবে জড়িত করার জন্য "তৈরি করা হয়েছে" বলে মনে করা যায় না। আমরা দ্রুত যোগ করতে চাই যে এই পর্যায়ে আমাদের পর্যবেক্ষণগুলি প্রাথমিকভাবে প্রকৃতির, এবং আমরা যা বলেছি তার কিছুই মামলার যোগ্যতার উপর একটি নির্ধারণ হিসাবে ব্যাখ্যা করা উচিত নয় যা বিচারে বিচার করা হবে।

ঘ. আরও তদন্ত সিবিআই-এর কাছে হস্তান্তর

২০. বর্তমান মামলায় ইউপি পুলিশের তদন্তের অনেক কিছুই কাম্য। আমরা এই রায়ের পূর্ববর্তী অংশে আগ্রা জেলার ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশের পক্ষে দায়ের করা পালটা হলফনামার বিষয়বস্তু ইতিমধ্যে উদ্ধৃত করেছি। পালটা হলফনামার বিষয়বস্তু ০৫.১১.২০২০ তারিখে দায়ের করা অভিযোগপত্রের বিষয়বস্তুর সাথে একটি বস্তুগত পার্থক্য রয়েছে। শুনানির সময়, উত্তর প্রদেশ রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী এই আদালতকে সুনির্দিষ্টভাবে জানিয়েছেন যে এফআইআর-এর অভিযোগে যে মৃত ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছিল সে সম্পর্কে কোনো তদন্ত করা হয়নি। যদিও কথিত আত্মহত্যার চিঠিটি নিয়ে অনেক কিছু তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছিল, এই পর্যায়ে এটি জোর দেওয়া প্রয়োজন যে এর প্রমাণিকতা আপিলকারী কর্তৃক গুরুতরভাবে বিতর্কিত হয়েছে। যেমনটি উত্তর প্রদেশ রাজ্যের বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী আদালতকে জানিয়েছেন, ফরেনসিক বিজ্ঞান পরীক্ষাগার আত্মহত্যার চিঠির সত্যতা মূল্যায়নের জন্য পর্যাপ্ত উপাদানের অভাবে বিষয়টি ফেরত পাঠিয়েছিল এবং পুনরায় জমা দেওয়ার পর একটি রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে।

দীপ্তির মৃত্যুর কয়েক দিনের মধ্যেই, কথিত আত্মহত্যার চিঠিটি আগ্রার সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হয়। এটি প্রকৃতপক্ষে অভিযুক্তের প্রবীণ আইনজীবী কর্তৃক নির্ভর করা একটি পরিস্থিতি, যখন তারা আবেদন করেন যে আত্মহত্যার চিঠিটি জনসমক্ষে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও, এফআইআর এর সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি। এই মামলার ক্রমটি পরিচিত পদ্ধতি অনুসরণ করে বলে মনে হচ্ছে। কথিত আত্মহত্যার চিঠিটি তাৎক্ষণিকভাবে জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়েছিল। এই উদাহরণগুলি এখন পরিচিত হয়ে উঠছে। গণমাধ্যমে নির্বাচিত তথ্য ফাঁস কিছু ক্ষেত্রে অভিযুক্তের অধিকার এবং অন্য ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীদের পরিবারের অধিকারকে প্রভাবিত করে। সুষ্ঠু সংবাদ পরিবেশনে গণমাধ্যমের একটি বৈধ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু এই মামলায় যা ঘটেছে তার মতো ঘটনাগুলি দেখায় যে কীভাবে তথ্যের নির্বাচিত প্রকাশ, যার মধ্যে এমন উপাদানের প্রকাশ যা শেষ পর্যন্ত ফৌজদারি বিচারে প্রমাণের নথির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গঠন করতে পারে, ফৌজদারি বিচার প্রশাসনে বাধা দিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। তদন্তকারী কর্মকর্তার একটি কর্তব্য হলো যখন একটি আমলযোগ্য অপরাধ সংঘটিত হওয়ার তথ্য তাদের নজরে আনা হয় তখন তদন্ত করা। দুর্ভাগ্যবশত, জনসাধারণের মাঝে নির্বাচিত তথ্য ফাঁসের মাধ্যমে এই ভূমিকাটি ব্যাহত হচ্ছে। এটি অভিযুক্তের প্রতি ন্যায্য নয় কারণ এটি নির্দোষিতার অনুমানকে দুর্বল করে দেয়। এটি অপরাধের শিকারদের প্রতি ন্যায্য নয়, যদি তারা অপরাধ থেকে বেঁচে থাকে, এবং যেখানে তারা বেঁচে নেই, তাদের পরিবারের প্রতিও ন্যায্য নয়। ভুক্তভোগী বা তাদের পরিবারের কেউই তাদের জীবন এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে জঘন্য বিবরণ প্রকাশের জবাব দেওয়ার জন্য কোনো মঞ্চ পায় না। এই কথা বলার পর, আমরা প্রাথমিকভাবে এই ইঙ্গিত প্রত্যাখ্যান করি যে এফআইআর আত্মহত্যার চিঠিটি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেনি বা উল্লেখ করেনি, সংবাদমাধ্যমে এর প্রকাশ সত্ত্বেও। আপিলকারীর কন্যা রহস্যজনক পরিস্থিতিতে মারা গিয়েছিলেন। পরিবার শেষকৃত্য সম্পন্ন করেছিল। অপরাধের খবর দেওয়ার আগে তাদের সংবাদপত্র এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার পাতা খুঁজে দেখতে হবে এমনটা আশা করা মানবিক অবস্থার উপহাস। আপিলকারীর এই আশঙ্কা যে এ-২ এবং তার পরিবারের আগ্রায় একটি বিশিষ্ট সামাজিক মর্যাদা রয়েছে এবং তারা সমাজে তাদের অবস্থান ব্যবহার করে একটি সঠিক তদন্ত ব্যাহত করতে পারে, তা অযৌক্তিক বলে গণ্য করা যায় না।

২১. উপরে যা বলা হয়েছে এবং তদন্তের গুরুতর ত্রুটিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা শুনানির সময়, সমস্ত আইনজীবীকে এই আদালত কর্তৃক মামলাটি সিবিআই-এর কাছে অনৈতিক তদন্তের জন্য রেফার করার সম্ভাবনার বিষয়ে অবহিত করেছি। দুটি কারণে আদালতকে এই ধরনের পদক্ষেপের সম্ভাবনা সতর্কতার সাথে বিবেচনা করতে হবে। প্রথমত, এই আদালত বারবার পর্যবেক্ষণ করেছে যে একটি উচ্চতর আদালতে তদন্ত অন্য কোনো সংস্থা, যেমন সিবিআই-এর কাছে হস্তান্তর করার ক্ষমতা সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করতে হবে।

এই আদালতের একটি সাম্প্রতিক রায়ে, আর্নব গোস্বামী বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন[১৪], আমাদের একজন (বিচারপতি ড. ডি. ওয়াই. চন্দ্রচূড়) সতর্কতার পেছনের যুক্তি নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করেছেন:

"৪৪. সিবিআই-এর কাছে তদন্ত হস্তান্তরের আবেদন মূল্যায়ন করার সময়, আমরা নথিতে থাকা অভিযোগ এবং আবেদনকারীর পক্ষ থেকে উত্থাপিত যুক্তিগুলিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের গণনায় অন্তর্ভুক্ত করেছি। আমরা এমন কোনো কারণ খুঁজে পাইনি যা সিবিআই-এর কাছে তদন্ত হস্তান্তরের ন্যায্যতা প্রমাণ করে। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়, আমরা এই আদালতের ধারাবাহিক পূর্বের সিদ্ধান্তগুলিতে বর্ণিত পরীক্ষাগুলি প্রয়োগ করেছি। সেগুলি পূরণ হয়নি। তদন্তাধীন একজন ব্যক্তির একটি ন্যায্য প্রক্রিয়ার বৈধ প্রত্যাশা থাকে যা আইন মেনে চলে। তদন্ত যেভাবে চলছে তা সম্পর্কে একজন অভিযুক্ত ব্যক্তির অসন্তোষ বা তদন্ত পরিচালনাকারী পুলিশের বিরুদ্ধে স্বার্থের সংঘাতের একটি অপ্রমাণিত অভিযোগ (যেমন বর্তমান মামলায়) আইনের বৈধ গতিপথকে ব্যাহত করবে না এবং সিবিআই-এর কাছে তদন্ত হস্তান্তরের জন্য এই আদালতের অসাধারণ ক্ষমতা প্রয়োগের ন্যায্যতা প্রমাণ করবে না। আদালত অপরাধমূলক ন্যায়বিচার প্রশাসনের পবিত্রতা নিশ্চিত করার জন্য ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে তদন্ত হস্তান্তরের অসাধারণ এখতিয়ার গ্রহণ করে। যদিও কোনো অনমনীয় নির্দেশিকা নির্ধারণ করা হয়নি, তবে এই ধারণা যে এই ধরনের হস্তান্তর একটি "অসাধারণ ক্ষমতা" যা " অল্প পরিমাণে" এবং "ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে" ব্যবহার করা হবে তা এই ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যে নিয়মিত স্থানান্তরগুলি কেবল আইনের স্বাভাবিক গতিপথে জনগণের আস্থা নষ্ট করবে না বরং তদন্ত হস্তান্তরের ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অসাধারণ পরিস্থিতিগুলিকেও অর্থহীন করে তুলবে। নথিতে থাকা তথ্য এবং আবেদনকারীর অভিযোগ ও উত্থাপিত যুক্তিগুলি ভারসাম্যপূর্ণভাবে বিবেচনা করার পর, আমরা দেখতে পাই যে এই আদালতের পূর্বের সিদ্ধান্তগুলিতে বর্ণিত পরীক্ষাগুলির আওতায় পড়ে এমন কোনো মামলা তদন্ত হস্তান্তরের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

২২. দ্বিতীয়ত, এই মামলার ঘটনায়, ২৪.১০.২০২০ তারিখের অভিযোগপত্রটি ০৫.১১.২০২০ তারিখে উপযুক্ত আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে।

---

[১৪] ডাব্লিউ.পি. (ফৌজদারি)২০২০ সালের ১৩০, ১৯ মে ২০২০ তারিখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে

অভিযোগপত্র দাখিল করা হলে একটি উচ্চতর আদালতের এখতিয়ার চলে যায় না, যখন বর্তমান মামলার মতো, তদন্ত ত্রুটিপূর্ণ হয় এবং ন্যায়বিচার ব্যাহত হওয়ার একটি বাস্তব সম্ভাবনা থাকে। বিনয় ত্যাগী বনাম ইরশাদ[১৫] মামলায় এই আদালতের একটি দুই বিচারপতির বেঞ্চ, বিচারপতি স্বতন্ত্র কুমারের মাধ্যমে রায় দিয়েছে:

"৪৩. এই পর্যায়ে, আমরা ফৌজদারি বিচারশাস্ত্রের আরও একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম উল্লেখ করতে পারি যে, ধারা ৪৮২ এর অধীনে বা এমনকি ভারতীয় সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে উচ্চতর আদালতগুলির "অনৈতিক তদন্ত", "নতুন" বা "ডি নভ" এবং এমনকি "পুনরায় তদন্ত" নির্দেশ দেওয়ার এখতিয়ার রয়েছে। "নতুন", "ডি নভ" এবং "পুনরায় তদন্ত" সমার্থক অভিব্যক্তি এবং আইনত তাদের ফলাফল একই হবে। উচ্চতর আদালতগুলি এমনকি তদন্ত এক সংস্থা থেকে অন্য সংস্থায় স্থানান্তরিত করার ক্ষমতাতেও নিয়োজিত, যদি ন্যায়বিচারের স্বার্থে এই ধরনের পদক্ষেপের প্রয়োজন হয়। অবশ্যই, এটিও একটি প্রতিষ্ঠিত নীতি যে এই ক্ষমতা উচ্চতর আদালতগুলিকে অল্প পরিমাণে এবং অত্যন্ত সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করতে হবে।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

আদালত রায় দিয়েছে যে যেখানেই আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছে, এমনকি এই আদালতও সাধারণত তদন্ত পুনরায় শুরু করবে না, বিশেষ করে এটিকে একটি বিশেষ সংস্থাকে অর্পণ করে। তবে, একটি উপযুক্ত ক্ষেত্রে, যখন আদালত মনে করে যে পুলিশের তদন্ত সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে হয়নি এবং সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার করার জন্য, যেখানে মামলার ঘটনাগুলি দাবি করে যে তদন্ত একটি বিশেষ সংস্থাকে হস্তান্তর করা উচিত, তখন একটি উচ্চতর আদালত এটি করার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত নয়। (দিশা বনাম গুজরাট রাজ্য [(২০১১) ১৩ এসিসি ৩৩৭: (২০১২) ২ এসিসি (ফৌজদারি) ৬২৮] এবং রুবাবুদ্দিন শেখ বনাম গুজরাট রাজ্য [(২০১০) ২ এসিসি ২০০: (২০১০) ২ এসিসি (ক্রি) ১০০৬])

পূজা পাল বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন[১৬] মামলায় এই আদালতের একটি দুই বিচারপতির বেঞ্চ, বিচারপতি অমিতাভ রায়ের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করেছে যে অভিযোগপত্র দাখিল করার পরেও সিবিআই-এর কাছে তদন্ত হস্তান্তর করার ক্ষেত্রে এই আদালতের কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল না:

"৭৯. সিবিআই-এর মতো কোনো নিরপেক্ষ সংস্থাকে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে পূর্ববর্তী আদেশ, স্বাভাবিক তদন্তকারী সংস্থা কর্তৃক আইনত অভিযোগপত্র দাখিল করা সত্ত্বেও,

---

[১৫] (২০১৩) ৫ এসসিসি ৭৬২

[১৬] (২০১৬) ৩ এসসিসি ১৩৫

যদিও একটি ব্যতিক্রমী ঘটনাভিত্তিক পরিস্থিতিতে এই ধরনের উদ্যোগের প্রয়োজন হয়, একটি ন্যায্য, সৎ এবং সম্পূর্ণ তদন্ত নিশ্চিত করতে এবং ভুক্তভোগী (দের) এবং সাধারণ জনগণের বিচার প্রশাসন প্রক্রিয়ায় আস্থা সুসংহত করতে, এটি নিঃসন্দেহে নিরঙ্কুশ এবং সময় দ্বারা পবিত্র। তবে, এই ধরনের একটি পদক্ষেপ কোনো অবস্থাতেই একটি স্বাভাবিক বা রুটিন বিষয় হতে পারে না, বরং এটিকে ভয় বা পক্ষপাত ছাড়াই, সকলকে সমানভাবে বিবেচনা করে একটি স্বাধীন এবং সৎ বিচার ব্যবস্থার উদার উদ্দেশ্যকে পূরণ করতে এবং কার্যকর করতে অপরিহার্যভাবে গ্রহণ করতে হবে..."

৮১. সিবিআই-এর মতো একটি স্বাধীন তদন্তকারী সংস্থাকে অনৈতিক তদন্ত বা পুনঃতদন্তের আবশ্যকতা এবং যৌক্তিকতা সম্পর্কে বিচারিকভাবে উপস্থাপিত প্রস্তাবনাগুলি বহু বছর ধরে সুনির্দিষ্ট হয়েছে, স্থানীয়/রাজ্য পুলিশ কর্তৃক একটি ফৌজদারি অপরাধের তদন্ত বিচারাধীন থাকুক বা সম্পূর্ণ হোক না কেন, এবং ফলস্বরূপ বিচার বিচারাধীন থাকা সত্ত্বেও। তবে, এর প্রযোজ্যতা জড়িত প্রকৃত পরিস্থিতি এবং পক্ষগুলির প্রতি সতর্ক, সংবেদনশীল এবং নিরপেক্ষ ন্যায়বিচারের আকাঙ্ক্ষার উপর নির্ভরশীল।

৮৩. ...যদিও একটি আদালতের সঠিক, ন্যায্য, নিরপেক্ষ এবং কার্যকর তদন্তের অভাব সম্পর্কে সন্তুষ্টি, যা এর বিশ্বাসযোগ্যতা এবং নির্ভরযোগ্যতাকে ক্ষুণ্ন করে,অনৈতিক তদন্ত বা পুনঃতদন্তের নির্দেশের জন্য পূর্বশর্ত, তবে অভিযোগপত্র দাখিল বা বিচারের বিচারাধীনতা কোনোভাবেই একটি নিষিদ্ধ বাধা হতে পারে না। সত্য উদঘাটন এবং পক্ষগুলির প্রতি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য অনৈতিক তদন্ত বা পুনঃতদন্তের প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধান্ত নিতে প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং আনুষঙ্গিক পরিস্থিতিগুলি স্বতন্ত্রভাবে মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করতে হবে।

একইভাবে, ধর্ম পাল বনাম হরিয়ানা রাজ্য[১৭] মামলায় এই আদালতের একটি দুই বিচারপতির বেঞ্চ, বিচারপতি দীপক মিশ্রের (তৎকালীন বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতি) মাধ্যমে, বিচারের যে কোনো পর্যায় নির্বিশেষে সিবিআই-এর কাছে তদন্ত স্থানান্তরের জন্য এই আদালতের ক্ষমতাকে বহাল রেখেছেন। এটি রায় দিয়েছে:

"২৪. এখানে উল্লেখ্য যে সাংবিধানিক আদালতগুলি অনৈতিক তদন্ত বা অন্য কোনো তদন্তকারী সংস্থা কর্তৃক তদন্তের নির্দেশ দিতে পারে। উদ্দেশ্য হলো, একটি সুষ্ঠ তদন্ত এবং একটি সুষ্ঠ বিচার হতে হবে।

---

[১৭] (২০১৬) ৪ এসসিসি ১৬০

যদি একটি সুষ্ঠ তদন্ত না হয়, তবে একটি সুষ্ঠু বিচার বেশ কঠিন হতে পারে। আমরা সম্পূর্ণরূপে সচেতন যে অন্য কোনো সংস্থা দ্বারা অনৈতিক তদন্তের নির্দেশ খুব অল্প পরিমাণে জারি করা উচিত, তবে এই মামলার বর্ণিত তথ্যগুলি আমাদেরকে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে বাধ্য করে। আমরা মনে করি যে ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য নির্দেশ করে যে ভুক্তভোগী, মৃত ব্যক্তির স্বামীর কারণের উত্তর দেওয়া উচিত যাতে ন্যায়বিচারের বিচ্যুতি এড়ানো যায়। অতএব, এই ক্ষেত্রে মামলার পর্যায় নিয়ন্ত্রক কারণ হতে পারে না।

২৫. ...যদি তদন্ত সম্পর্কে একটি গুরুতর সন্দেহ দেখা দেয়, তবে কি একটি সাংবিধানিক আদালত তার হাত গুটিয়ে নেবে এবং এই প্রস্তাবটি মেনে নেবে যে যেহেতু বিচার শুরু হয়েছে, বিষয়টি তার বাইরে? এটি রাষ্ট্রপক্ষের "শক্তি প্রদর্শন" এবং যদি আমরা বলি, এটি একটি "স্থির ধারণা" হয়ে দাঁড়িয়েছে, তবে আমাদের মতে সাংবিধানিক আদালতগুলির কর্তৃত্বকে ভালো কথা বা বিতর্ক দ্বারা দমন বা শ্বাসরোধ করা যায় না।

২৩. নথিতে উদ্ভূত পরিস্থিতিগুলি বিবেচনা করে, যা রায়ের পূর্ববর্তী অংশে উল্লেখ করা হয়েছে, আমরা মনে করি যে সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে এই আদালতের ক্ষমতা প্রয়োগ করে মামলাটির অনৈতিক তদন্ত সিবিআই-এর কাছে অর্পণ করা প্রয়োজন। ঘটনা স্থলে পৌঁছানোর পর থেকে অভিযোগপত্র দাখিল করা পর্যন্ত তদন্তকারী কর্তৃপক্ষগুলির আচরণ প্রক্রিয়ার দৃঢ়তা এর প্রতি আস্থা জাগায় না। অভিযোগপত্র পড়লে তদন্তকারী কর্তৃপক্ষগুলির কর্তব্যের একটি আনুষ্ঠানিক উপস্থাপনা দেখা যায়, যেখানে কেবল ঘটনার উল্লেখ এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪বি ধারার অধীনে অনুমান করা হয়েছে যখন বিবাহের সাত বছরের মধ্যে মৃত্যু ঘটে। অভিযোগপত্র পাঠানোর কয়েক দিন পর দায়ের করা পালটা হলফনামায় ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ কর্তৃক গৃহীত অবস্থান আত্মহত্যার চিঠির সত্যতা, আঘাতের মেডিকেল পরীক্ষা এবং মৃত ব্যক্তির পূর্ববর্তী গর্ভপাত সম্পর্কে অভিযোগপত্রে নথিভুক্ত তদন্তের পরিধির বাইরে চলে যায়। মৃত ব্যক্তি, তার পিতা (তথ্যদাতা) এবং অভিযুক্তের মধ্যে অর্থের আদান-প্রদান এবং এ২, তথ্যদাতা এবং মৃত ব্যক্তির কল ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। ০৯.০৯.২০২০ তারিখে অজামিনযোগ্য পরোয়ানা জারি এবং ২২.০৯.২০২০ তারিখে হাইকোর্ট কর্তৃক গ্রেপ্তার থেকে অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা মঞ্জুর করার মধ্যে আবেদনকারীদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের কোনো চেষ্টা করা হয়নি। উপরে উল্লিখিত হিসাবে, শুনানির সময় প্রশ্ন করার পর, রাজ্যের প্রবীণ আইনজীবী উত্তর দিয়েছিলেন যে হত্যার অভিযোগের বিষয়ে কোনো তদন্ত করা হয়নি।

এই আদালত যদি এখন পর্যন্ত পরিচালিত তদন্তের স্পষ্ট ত্রুটিগুলি উপেক্ষা করে, বিচারের পর্যায় বা এই আদালতের সামনে প্রশ্নের প্রকৃতি নির্বিশেষে, তবে এটি অবশ্যই একটি প্রহসন হবে।আগ্রায় অভিযুক্তদের প্রভাবশালী ও ধনী ব্যক্তি হিসাবে অবস্থান এবং এখন পর্যন্ত তদন্তের ধরণ একই কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনৈতিক তদন্ত পরিচালনার উপর এই আদালতের আস্থা কমিয়ে দেয়। আদালত যদি তার পরীক্ষার পরিধিকে আগাম জামিন মঞ্জুর করার বিচক্ষণতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে এবং সর্বোত্তমভাবে একটি ত্রুটিপূর্ণ বা নিকৃষ্টতমভাবে একটি পক্ষপাতদুষ্ট তদন্তের ভিত্তিতে বিচার শেষ হওয়ার সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করে, তবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হবে না।

২৪. ভারতীয় ইউনিয়নের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল শ্রী কে. এম. নটরাজ, শ্রী অরবিন্দ কুমার শর্মার সাথে এই কার্যধারায় উপস্থিত হয়েছেন এবং বলেছেন যে সিবিআই এই আদালতের আদেশ মেনে চলবে।

ঙ. সারসংক্ষেপ

২৫. আমরা তদনুসারে আপিল মঞ্জুর করি এবং নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী জারি করি:

(i) এলাহাবাদ হাইকোর্টের একক বিচারক কর্তৃক উত্তরদাতা-অভিযুক্তদের আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করার আদেশটি বাতিল করা হবে এবং তাদের মঞ্জুর করা জামিন বাতিল করা হবে; এবং

(ii) সিবিআইকে ০৭.০৮.২০২০ তারিখে আগ্রা জেলার তাজগঞ্জ থানায় নথিভুক্ত ২০২০ সালের মামলা নং ০৬২৩ থেকে উদ্ভূত মামলার অনৈতিক তদন্ত পরিচালনার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

২৬. উপরোক্ত শর্তে আপিলগুলি নিষ্পত্তি করা হলো।

২৭. বিচারাধীন আবেদন (গুলি), যদি থাকে, নিষ্পত্তি করা হলো।

অঙ্কিত জ্ঞান **আপিল খারিজ করা হয়েছে।**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal